জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ফের ধর্ষণ

আবার শহরে ঘটে গেল ধর্ষণের ঘটনা! এবার ঠাকুরপুকুর এলাকায়। বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হলেন যুবতী। বন্ধু ছাড়া আরও দুজন অভিযুক্ত রয়েছে। তদন্ত চলছে

নিম্নচাপের জের

রাজ্য জুড়ে জারি বর্ষার প্রভাব। মৌসুমি বায়ু এবং নিম্নচাপের জেরে গোটা রাজ্যেই আকাশ মেঘলা থাকবে এবং দফায় দফায় বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে

মাধ্যমিক ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে সূচি প্রকাশ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের

রামমন্দিরে প্রণামী চুরি কেন্দ্রকে সুপ্রিম নোটিশ

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ৪৩ ● ১৪ জুলাই, ২০২৬ ● ২৯ আষাঢ় ১৪৩৩ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 22, Issue - 43 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 14 JULY, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

সময় অতিক্রান্ত, শেষ করুন তদন্ত

কমিশনে চিঠি দিয়ে বললেন তৃণমূলনেত্রী

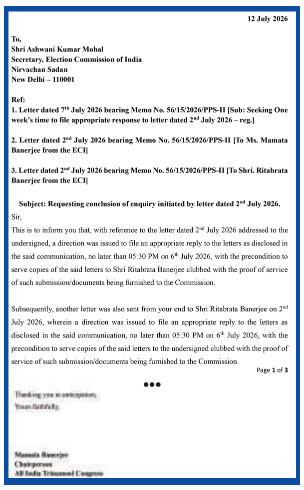

12 July 2026

To,
Shri Ashwani Kumar Mohal
Secretary, Election Commission of India
Nirvachan Sadan
New Delhi – 110001

Ref:
1. Letter dated 7th July 2026 bearing Memo No. 56/15/2026/PPS-II [Sub: Seeking One week's time to file appropriate response to letter dated 2nd July 2026 – reg.]

2. Letter dated 2nd July 2026 bearing Memo No. 56/15/2026/PPS-II [To Ms. Mamata Banerjee from the ECI]

3. Letter dated 2nd July 2026 bearing Memo No. 56/15/2026/PPS-II [To Shri. Ritabrata Banerjee from the ECI]

Subject: Requesting conclusion of enquiry initiated by letter dated 2nd July 2026.

Sir,

This is to inform you that, with reference to the letter dated 2nd July 2026 addressed to the undersigned, a direction was issued to file an appropriate reply to the letters as disclosed in the said communication, no later than 05:30 PM on 6th July 2026, with the precondition to serve copies of the said letters to Shri Ritabrata Banerjee clubbed with the proof of service of such submission/documents being furnished to the Commission.

Subsequently, another letter was also sent from your end to Shri Ritabrata Banerjee on 2nd July 2026, wherein a direction was issued to file an appropriate reply to the letters as disclosed in the said communication, no later than 05:30 PM on 6th July 2026, with the precondition to serve copies of the said letters to the undersigned clubbed with the proof of service of such submission/documents being furnished to the Commission.

Page 1 of 3

●●●

Thanking you in anticipation,
Yours faithfully,

Mamata Banerjee
Chairperson
All India Trinamool Congress

প্রতিবেদন : আপনাদের দেওয়া সময়ের মধ্যেই আপনাদের চাওয়া সব তথ্য ও নথি আমরা জমা দিয়েছি। কিন্তু উল্টোদিক থেকে (বেইমানদের তরফে) কোনওরকম নথি জমা দেওয়া হয়নি, অথচ বাড়তি সময়ও পেরিয়ে গিয়েছে! এই আবহে যত দ্রুত সম্ভব আপনাদের তদন্ত শেষ করুন। এই মর্মে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানালেন দুই সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও সাগরিকা ঘোষ। তাঁরা বলেন, দিল্লির অশোকা রোডের

বেইমান শিবিরকে অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত সময়

নয়াদিল্লি। সাংবাদিক সম্মেলনে দুই সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও সাগরিকা ঘোষ।

নির্বাচন কমিশন দফতরে সশরীরে গিয়ে (কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ) আমরা চিঠি জমা করেছি। বেইমান গদ্দার সেখানে সশরীরে যায়নি। তারা একটি সময়সীমা বাড়াবার আর্জি করেছে। তাদের সেই আর্জি মঞ্জুর হয়েছে। কমিশন জানায়, এরা ১০ জুলাই আর্জি জমা দিতে পারে। এখন ১৩ জুলাই দুপুর সাড়ে তিনটে। প্রায় ৬০ ঘণ্টা হতে চলল কোনও জবাব বেইমানদের থেকে আসেনি। শুধু তাই নয় জানা গিয়েছে, (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

হাসি-কান্না

হাসির আড়ালে কান্না
যমুনার নীচে জঞ্জাল,
হাসি-কান্নায় দোদুল হৃদয়
চেনে না রাতের কঙ্কাল।
শত দুঃখ আড়ালে রেখে
হাসিমুখে হাসে জীবন,
অস্ত্রে অন্তরে অশ্রুর বন্যা
মানতে পারে না মরণ।
বেঁচে থাকার জন্য চলে লড়াই
দুঃখ সবার হার মেনে যাবে
মাথা নত করে না সংগ্রাম।

দমদম রবীন্দ্রভবন। একুশের শহিদ দিবসের প্রস্তুতি সভায় নেতা-কর্মী-সমর্থকদের ভিড়। সোমবার।

ভুল শুধরে এগোচ্ছে তৃণমূল চলছে শহিদ দিবসের প্রস্তুতি

প্রতিবেদন : নিজেদের স্বার্থে বিজেপির পুতুল হয়ে দল ও নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বেইমানি করতে এক মুহূর্তও ভাবেনি গদ্দাররা। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেস করেন, হেরে যাওয়ার পরেও তাঁরা নেত্রীকে ও দলকে ছেড়ে যাননি। সেই নিচুতলার কর্মী ও জেলার পুরোনো নেতা-নেত্রীরা এই মুহূর্তে ব্যস্ত ২১শে জুলাইয়ের শহিদ তর্পণের প্রস্তুতিতে। প্রতিদিন তাঁরা ছোট-ছোট কর্মিসভা করছেন। এই একনিষ্ঠ নেতা-কর্মীরা বেইমানদের গুরুত্ব দিতে নারাজ।

একুশের প্রস্তুতি সভায় দমদম রবীন্দ্রভবনে বক্তব্য রাখছেন সৌগত রায়। সোমবার।

তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, নিজেদের কালো টাকা-বেআইনি সম্পত্তি-জেলযাত্রা— এসব থেকে বাঁচতে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বেইমানি করেছে। এদের কোনও জাত নেই। সোমবার বরানগরের রবীন্দ্রভবনে ২১শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় সাংসদ সৌগত রায় বলেন, এই শহিদ দিবস আমাদের আবেগ। অতীতে কী ভুল হয়েছে সেকথা মনে না রেখে আসুন আমরা সকলে মিলে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শহিদ দিবস (এরপর ৬ পাতায়)

নয়া গুন্ডাদমন আইন আসলে কোর্টকে এড়িয়ে দমন-পীড়ন

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকার গুন্ডা দমনের নামে প্রতিপক্ষ দমনের কালা কানুন তৈরি করেছে। নয়া গুন্ডাদমন আইন আসলে কোর্টকে এড়িয়ে দমন-পীড়ন। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, আইপিসি বা ন্যায় সংহিতার পরও কেন নতুন করে আইন করতে হচ্ছে? তবে কি আইপিসি বা ন্যায় সংহিতা যথার্থ নয়?

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কুণাল ঘোষ।

আসলে নতুন যে কালা কানুন তৈরি করা হয়েছে, তা ন্যায়সঙ্গত নয়। রাজ্যে সদ্য কার্যকর হওয়া 'পশ্চিমবঙ্গ জননিরাপত্তা এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ আইন' বা 'গুন্ডাদমন আইন'কে চ্যালেঞ্জ করে মামলাও হয়েছে। সোমবার থেকে রাজ্যে (এরপর ৬ পাতায়)

আপনাদের কথা শুনতে চাই না

কোর্টে অনুরোধ খারিজ বিপাকে বালিশ-শিবির

প্রতিবেদন : তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় ঋতব্রতপন্থীকে মামলায় পক্ষ নেওয়ার অনুমতিই দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার এই সংক্রান্ত মামলায় পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন জানালে ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের আবেদন খারিজ করে দেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। আদালত জানিয়েছে, তৃণমূলের কর্তৃত্বের বিষয়টি যেহেতু নির্বাচন কমিশনের কাছে বিচারাধীন। তাই আদালত এখনই এই বিষয়ের মধ্যে ঢুকতে চায় না।

তৃণমূলের একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি জানান, এর আগে ৯ জুলাই হাইকোর্টের

বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এই মামলাকারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একটা অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দিয়েছেন। ৭ জুলাই ইডি তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে। এখন পর্যন্ত মোট আটটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। এবং বিষয়টি আমরা বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে আগেই হলফনামা দিয়ে জানিয়েছি। মে মাসের ৪ তারিখের আগে এই অ্যাকাউন্ট থেকেই টাকা নিয়ে নির্বাচনে লড়াই করেছেন প্রার্থীরা। তখন কোনও অভিযোগ ছিল না। ১৮ জুন একটা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯ জুন অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়। একটা রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পুলিশ তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেয়। (এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

14 July, 2026 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৭৮৯
বাস্তিল দুর্গের পতন হল। এদিন ফরাসি রাজতন্ত্রের দমন নীতির মূল প্রতীক বাস্তিল দুর্গ প্যারিসের উন্মত্ত জনতা দখল করে। তারপর দুর্গে বন্দি সমস্ত অসহায় মানুষকে বাইরে বের করে এনে দুর্গে আঘাত হানে। বাস্তিল দুর্গ ধ্বংস করে ক্ষিপ্ত জনতা তাতে অগ্নিসংযোগ করে। বিনা বিচারে

অন্যায়ভাবে বহু মানুষকে এই দুর্গে বন্দি করে রাখা হত বলে, একে ‘স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রতীক’ বলা হত। এই দুর্গের পতন ঘটাতে উন্মত্ত জনতা প্যারিসের কলকারখানা ও আগ্নেয়াস্ত্রের দোকান লুঠ করে। ওই সময় বাস্তিলে বহু অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে— এই গুজবে বাস্তিল দুর্গে ঢুকে পড়ে। ক্ষিপ্ত জনতা বাস্তিল দুর্গের গভর্নর ডিলুনি ও সমস্ত প্রহরীকে হত্যা করে মজুত অস্ত্র দখল করে নেয়। ঐতিহাসিক গুডউইন বলেছেন, বাস্তিলের পতনের মতো ফরাসি বিপ্লবের আর কোনও ঘটনার এমন সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল না।

১৯৯৭
ভারতের প্রথম দলিত রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণন নির্বাচিত হলেন। তিনি দেশের দশম রাষ্ট্রপতি। পুরো নাম কোচেরিল রমন নারায়ণন। ২০০২-এর ২৫ জুলাই তিনি রাষ্ট্রপতি পদে আসীন ছিলেন।

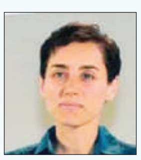

২০১৭ মরিয়ম মির্জাখানি এদিন মাত্র ৪০ বছর বয়সে মারা যান। এই ইরানি প্রথম মহিলা যিনি গণিতে ফিল্ডস মেডেল পেয়েছিলেন। গণিতশাস্ত্র ও রিয়েমান স্তরে জ্যামিতিতে তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে এই পদক দেওয়া হয়।

১৯৪২ ওয়ার্ধা অধিবেশনে এদিন কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর ভারত ছাড়ো প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে বলা হয় ভারতের মঙ্গলের জন্য, বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য, নাৎসিবাদ, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান অপরিহার্য। প্রস্তাবে আরও বলা হয়, ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে চলে গেলে ভারতীয় জনপ্রতিনিধিরা একটি সামরিক সরকার গঠন করবেন এবং সকলের গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান রচনা করবেন। প্রস্তাব অনুমোদনের পর গান্ধীজি ঘোষণা করেন, ‘করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে’। অর্থাৎ দেশ স্বাধীন করব, না হয় মৃত্যুবরণ করব।

১৯৫৮ ইরাকে বিপ্লব সংঘটিত হল। এর মাধ্যমে ব্রিটিশ সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত ইরাকের হাশেমি রাজতন্ত্রের অবসান হয়। রাজা দ্বিতীয় ফয়সাল, তাঁর অভিভাবক যুবরাজ আবদুল্লাহ ও প্রধানমন্ত্রী নুরি আল সাইদ অভ্যুত্থানের সময় নিহত হন। এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইরাকে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপ্লবে নেতৃত্ব দেন আবদুল সালাম আরিফ ও আবদুল করিম কাসেম।

১৮৫৪
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ওরফে শ্রীম (১৮৫৪-১৯৩২) জন্মগ্রহণ করেন। শ্রেষ্ঠ কীর্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত রচনা। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের শেষ চার বছরে পঞ্চাশটির মতো দেখা-সাক্ষাতের নিপুণ বিবরণ তিনি যত্নসহকারে তাঁর ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন। যা পরে বই আকারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত নামে প্রকাশিত হয়ে অসাধারণ খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে।

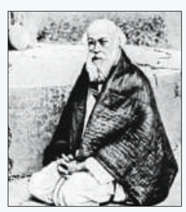

২০২৩ ইসরোর চন্দ্রযান ৩ আজকের দিনে মহাকাশে রওনা দেয়। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা কেন্দ্র থেকে এটির সফল উৎক্ষেপণ সম্ভব হয়। চন্দ্রপৃষ্ঠে সফল অবতরণ চন্দ্রযান-৩ মহাকাশযানের ল্যান্ডার ‘বিক্রমে’র আর তার হাত ধরেই মহাকাশ গবেষণার জগতে নতুন যুগের সূচনা হয়। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছনো প্রথম দেশ হিসেবেই নয়, পালকের মতো চাঁদের মাটি-ছোঁয়া চতুর্থ দেশ হিসেবেও ইতিহাসে নাম ওঠে ভারতের।

প্রতিবাদ

■ টেট-সংক্রান্ত জটিলতার স্থায়ী সমাধান, প্রাথমিক শিক্ষকদের স্বীকৃতি ও মর্যাদা এবং বঞ্চনার বদলে ন্যায়বিচারের দাবিতে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত প্রতিবাদ-মিছিল শিক্ষকদের।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭৬৩

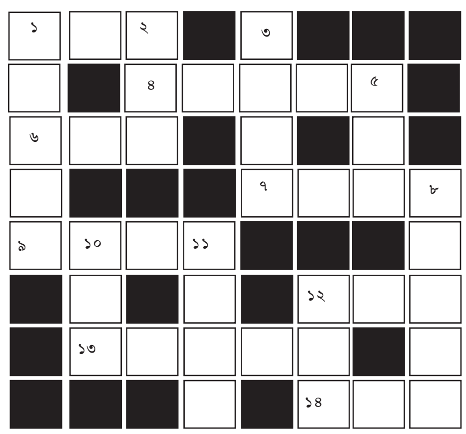

পাশাপাশি : ১. বাস্তিল, মোড়ক ৪. শিব ৬. নুড়িপাথর, লাল কাঁকর ৭. ঘাঘরা ৯. অগ্নি, আগুন ১২. গুলি ছোঁড়বার অস্ত্র ১৩. পুকুর ১৪. পথ, সরণি।

উপর-নিচ : ১. শ্রীকৃষ্ণ ২. ক্ষত, ঘা ৩. কৃশ ও লম্বা ৫. মাংসাদির ঝোল ৮. জনসাধারণের মঙ্গল ১০. চিত্র ১১. অবাক হওয়া ১২. উমর।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭৬২ : পাশাপাশি : ১. ষোলোকলা ৩. আমিত্ব ৫. শীত ৭. জনক ৮. নমস্য ১০. অতট ১২. পাথোদ ১৪. ইহ ১৭. স্বরূপ ১৮. কপিবুক। **উপর-নিচ :** ১. ষোড়শী ২. লাগেজ ৩. আলোকন ৪. ত্বর ৬. তর্পিত ৯. মরাই ১১. টপাটপ ১৩. দম্ভক ১৫. হরেক ১৬. স্বস্ব।

১৩ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪২৯৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৩৬৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৬৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২২০৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২২১০০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৬.০৯	৯৩.৮৩
ইউরো	১০৯.৫১	১০৬.৯৭
পাউন্ড	১২৮.৪১	১২৫.৪৯

নজরকাড়া ইনস্টা

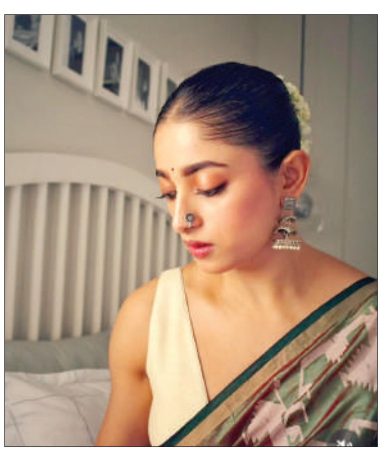

■ ইশা সাহা

■ ঐন্দ্রিলা সেন

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

14 July, 2026 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৪ জুলাই ২০২৬
মঙ্গলবার

শহর জুড়ে সব নির্মীয়মান বহুতলের নতুন করে অডিট করার ঘোষণা হয়েছিল। সবদিক খতিয়ে দেখে কলকাতা পুরনিগম মাত্র ১১টি বহুতলকে ছাড়পত্র দিল

অচল আয়ুষ্মান ভারত নিয়ে চরমে বিভ্রান্তি, চার দাবি জানাল তৃণমূল

প্রতিবেদন : স্বাস্থ্যবিমা নিয়ে রাজ্য সরকার বারবার অবস্থান বদল করে চলেছে। স্বাস্থ্যসাথীর বিকল্প যে আয়ুষ্মান ভারত নয়, তা আজ জলের মতো পরিষ্কার। মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকার বারবার অবস্থান বদল করে প্রমাণ করে দিয়েছে আয়ুষ্মান ভারতের প্রাসঙ্গিকতা নেই। আয়ুষ্মান ভারত সবাইকে উপকার দিতে পারবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত স্বাস্থ্যসাথী যা বছরের পর বছর দিয়ে এসেছে বাংলার মানুষকে। বিজেপি সরকারের বিভ্রান্তিমূলক প্রচারকে এক হাত নিয়ে এবার চার দাবি তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। সোমবার বিধানসভায় সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি বলেন, বিজেপি সরকার আয়ুষ্মান ভারত নিয়ে বারবার কেন অবস্থান বদল করছে সেটা আমরা আগেই জানিয়েছি। নতুন সরকার আসার পর দু-মাসে দু-বার অবস্থান বদলের কথা শোনা গিয়েছে। এই বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি জনসমক্ষে আনা উচিত বলে জানিয়েছেন তিনি।

তৃণমূল মুখপাত্র আরও বলেন, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প চালু করেছিলেন। বাড়ির মহিলাদের নামে ৫ লক্ষ টাকা স্বাস্থ্যবিমা। বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবায় মানুষকে অনেক রিলিফ দিয়েছিল স্বাস্থ্যসাথী কার্ড। সেখানে বিজেপি বলেছিল আয়ুষ্মান ভারত চালু করতে হবে। পরিপেক্ষিতে আমরা বলেছিলাম, আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় সবার পরিষেবা মিলবে না। বরং স্বাস্থ্যসাথী সব মানুষ পাচ্ছেন। কিন্তু সরকার বদলের পর ঘোষণা হল আয়ুষ্মান ভারত বাংলায় চালু হবে। এরপর বিধানসভায় একটি মুদ্রিত ভাষণে বলা হল, যে বা যাঁরা আয়ুষ্মান ভারত পাবেন না, মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে তাঁদের পাঁচ লক্ষ টাকার চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে। এটা বিধানসভায় লিখিতভাবে রয়েছে। তারপর আবার নতুন ঘোষণা করা হল। ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলটা বাদ যাচ্ছে। বলা হচ্ছে যারা আয়ুষ্মান ভারত পাবেন না,

তাঁদের জন্য রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যবিমা আনা হচ্ছে ৫ লক্ষ টাকার। নির্বাচনের আগে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হল আয়ুষ্মান ভারত চালু করার কথা জানিয়ে। আমরা বলেছিলাম সবাই আয়ুষ্মান ভারত পাবেন না। এখন দেখা যাচ্ছে সেটাই সত্যি। এরপর বলা হচ্ছে পাঁচ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবিমা। সেটা তো ছিলই, স্বাস্থ্যসাথী তো ছিল। স্বাস্থ্যসাথী বন্ধ করলেন কেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো সকলের জন্য করে দিয়েছিলেন। তাহলে স্বাস্থ্যসাথী নয় আয়ুষ্মান ভারত, আবার আয়ুষ্মান ভারতের বদলে অন্য একটি বিমা, অযথা বিভ্রান্তি কেন?

তৃণমূলের চার দাবি

১। স্বীকার করে নিতে হবে আয়ুষ্মান ভারত সকলের জন্য নয়। ক'জন পাচ্ছেন আয়ুষ্মান ভারত!

২। উপভোক্তা নন এমন মানুষের সংখ্যা কতজন, তা প্রকাশ করতে হবে।

৩। স্বাস্থ্যসাথীতে কতজন উপকার পেয়েছেন, সেই পরিসংখ্যান তুলনা করুন।

৪। অবিলম্বে স্বাস্থ্যসাথী ফিরিয়ে আনা হোক। স্বাস্থ্যসাথীকেই স্বীকৃতি দিয়ে রাখা হোক মানুষের পরিষেবায়।

মাধ্যমিকের দিন ঘোষণা

প্রতিবেদন : ২০২৭ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনক্ষণ প্রকাশ করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। আগামী বছর ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে মাধ্যমিক। চলবে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। প্রত্যেকবারের

মতো ১০.৪৫ মিনিটে দেওয়া হবে প্রশ্নপত্র। ১১টা থেকে লিখতে শুরু করতে পারবে পরীক্ষার্থীরা। প্রথম ১৫ মিনিট দেওয়া হবে প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য। পরীক্ষা চলবে ২টো অবধি।

১৫ ফেব্রুয়ারি : প্রথম ভাষা
১৬ ফেব্রুয়ারি : দ্বিতীয় ভাষা
১৮ ফেব্রুয়ারি : ইতিহাস
১৯ ফেব্রুয়ারি: ভূগোল
২২ ফেব্রুয়ারি : অঙ্ক
২৩ ফেব্রুয়ারি : ভৌতবিজ্ঞান
২৪ ফেব্রুয়ারি : জীবনবিজ্ঞান
২৫ ফেব্রুয়ারি : ঐচ্ছিক বিষয়

পুজো-অনুদানের বিরোধীরাই এখন দিচ্ছে রথযাত্রা-অনুদান

শিকে ছিঁড়ল স্রেফ ৬০ জনের কপালে

প্রতিবেদন : পূর্বসূরির দেখানো পথে হেঁটেই কি বাজিমাত করতে চাইছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী? রথযাত্রার সমন্বয় বৈঠক শেষে এই প্রশ্নটাই এখন রাজ্য রাজনীতির অন্দরমহলে ঘুরপাক খাচ্ছে। অনুদান-রাজনীতির যে মেগা-মডেল তৈরি করে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠিক সেই জুতোতেই এবার পা গলালেন শুভেন্দু অধিকারী। তবে সুকৌশলে পাল্টে দেওয়া হল উৎসবের রং, আর এক ধাক্কায় নির্মমভাবে ছাঁটাই হলো সুবিধাভোগীর তালিকা! দুর্গাপুজোর বদলে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর তুরুপের তাস এবার 'রথযাত্রা'। কিন্তু চমক দিতে গিয়েই প্রকাশ্যে এল এক কঙ্কালসার ছবি।

যেখানে মমতার আমলে রাজ্যের হাজার হাজার দুর্গাপুজো কমিটি চোখ বুজে সরকারি অনুদানের চেক পেত, সেখানে শুভেন্দুর আমলে সরকারি সাহায্য জুটল রাজ্যের হাতেগোনা মাত্র ৬০টি রথযাত্রা কমিটির কপালে! 'বিকাশ আর বিরাসত'-এর গালভরা স্লোগান দিয়ে মঞ্চ থেকে ৭৫টি ঐতিহ্যবাহী রথের কথা বলা হলেও, অনুদানের চেক পেল মাত্র ৬০টি কমিটি।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, অনুদানের রাজনীতি যদি চালিয়েই যেতে হয়, তবে এমন কৃপণতা কেন? মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সিদ্ধান্তে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, দুর্গাপুজোর মতো পাইকারি হারে ক্লাবগুলোকে আর সরকারি খয়রাতি মিলবে না। অর্থাৎ, পূর্বসূরির 'অনুদান-মডেল'টি নির্লজ্জের মতো ধার করলেও, হাজার হাজার পুজো কমিটিকে কার্যত ভাতে মারল বর্তমান প্রশাসন।

একদিকে অনুদানের রাজনীতি জিইয়ে রাখা, অন্যদিকে বাংলার সর্বজনীন দুর্গাপুজোকে সরিয়ে রথযাত্রাকে ফোকাসে আনা— এই জোড়া কৌশলে শুভেন্দু সরকার আসলে কী প্রমাণ করতে চাইছে? এটা কি নিছকই ঐতিহ্য রক্ষা, নাকি দুর্গাপুজোর আবেগ থেকে সরে এসে সুকৌশলে নতুন রাজনৈতিক ন্যারেটিভ তৈরির এক সস্তা ব্লু-প্রিন্ট? হাজার হাজার পুজো কমিটি আজ ব্রাত্য, সরকারি কোষাগারের দাক্ষিণ্য থেকে তারা বঞ্চিত। এখন দেখার বিষয়, মাত্র ৬০টি রথের চাকায় ভর করে রাজনৈতিক মাইলেজ আদায়ের এই ছক আদৌ ধোপে টেকে কি না!

মৌসুমি বায়ুর সঙ্গে নিম্নচাপ জোর বৃষ্টি

প্রতিবেদন: সক্রিয় মৌসুমি বায়ু, একইসঙ্গে রয়েছে নিম্নচাপ, এর জেরে ব্যাপক বৃষ্টিপাত রাজ্য জুড়ে। গোটা রাজ্যেই মেঘলা থাকবে আকাশ। দফায় দফায় চলবে বৃষ্টিপাত। পূর্ব বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদে ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, নদিয়া এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলাকায়

মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হতে পারে। বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকবে। এই বৃষ্টি না হলে ভ্যাপসা গরম অনুভূত হবে। উত্তরের জেলাগুলোতে ফের বৃষ্টির দাপট দেখা যাবে। সবথেকে বেশি বৃষ্টি হবে দার্জিলিংয়ে। এছাড়াও কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে টানা ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় ধস নামার আশঙ্কা। বৃষ্টির জেরে বাড়তে পারে জলস্তর।

গুন্ডা-দমন আইনে রাজ্যপালের সই নিয়েও কাটছে না ধোঁয়াশা!

প্রতিবেদন: সোমবার থেকে রাজ্যে নাকি কার্যকর হয়ে গিয়েছে নয়া বিতর্কিত 'গুন্ডা দমন আইন'! শাসকদলের তরফে প্রচারের ঢক্কানিনাদে কান পাতা দায়। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে পা রাখতেই খসে পড়ছে প্রশাসনিক তৎপরতার মুখোশ। আইন চালুর এত বড় দাবি করা হলেও, আজ পর্যন্ত তার কোনো সরকারি বিজ্ঞপ্তি বা গেজেট নোটিফিকেশন জারি হয়নি। আর এখানেই উঠছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন— বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই কি হাওয়ায় ভাসিয়ে আইন প্রয়োগ করা যায়?

রহস্যের জাল আরও ঘনীভূত হচ্ছে বিলে রাজ্যপালের সই নিয়ে। যে কোনওবিল আইনে পরিণত হতে গেলে সাংবিধানিক নিয়মে রাজ্যপালের চূড়ান্ত সিলমোহর বাধ্যতামূলক। অথচ, এই বহু চর্চিত 'গুন্ডা-দমন বিলে' রাজ্যপাল আদৌ সই করেছেন কি না, তা নিয়ে খোদ প্রশাসনের অন্দরমহলেই তীব্র ধন্দ তৈরি হয়েছে। লকভবন থেকে এই বিষয়ে কোনও স্পষ্ট বার্তা এখনও মেলেনি।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল প্রশাসনের শীর্ষ স্তরের অদ্ভুত নীরবতা। এত বড় একটি আইনি পদক্ষেপ নিয়ে যখন ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে, তখন পরিস্থিতি স্পষ্ট করার বদলে মুখে কুলুপ এঁটেছে লোক ভবন। কোনও শীর্ষ আধিকারিক বা মুখপাত্র এই 'ভুতুড়ে' আইন নিয়ে টুঁ শব্দটিও করছেন না।

স্বভাবতই বিরোধী এবং রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তবে কি এই গোটা বিষয়টাই নিছক রাজনৈতিক চমক? রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে শাসকদল কি কেবল একটি বায়বীয় আইনের জুজু দেখিয়ে ফয়দা লুটতে চাইছে? খাতায়-কলমে যে আইনের কোনো অস্তিত্বই এখনও সরকারিভাবে প্রমাণিত নয়, তাকে হাতিয়ার করে প্রচার চালানোর নেপথ্যে আসলে প্রশাসনের চরম ব্যর্থতা ঢাকার মরিয়া চেষ্টা লুকিয়ে নেই তো? লোক ভবনের এই রহস্যময় নীরবতা কিন্তু সেই জল্পনাকেই আরও উসকে দিচ্ছে।

বেলঘরিয়ায় গুলিতে মৃত্যু কুখ্যাত দুষ্কৃতীর

প্রতিবেদন : পুরনো বিবাদের জেরে সোমবার ভোররাতে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের ধারে চলল গুলি। আর তার জেরেই ঝাঁঝরা হয়ে মৃত্যু হল কুখ্যাত দুষ্কৃতী রাজা দত্তের। এই ঘটনায় রাজার আরও দুই শাগরেদ গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে উত্তর দমদম পৌরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের খলিসাকোটা সংলগ্ন এলাকায়। রাজা দত্ত ও তার অনুগামীরা ওই এলাকায় সুমন নামে অপর এক দুষ্কৃতীর অফিসে ভাঙচুর চালায়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়তে থাকে। সোমবার ভোর রাতে একটি মোটরসাইকেলে চড়ে দুই সঙ্গীকে নিয়ে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে লাগোয়া খলিসাকোটার একটি গ্যারেজের সামনে পৌঁছায় রাজা। দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র বাক্-বিতণ্ডা শুরু হয়। আচমকাই রাজার ওপর চড়াও হয়ে তার হাত থেকে সেই আগ্নেয়াস্ত্রটি ছিনিয়ে নেয়। এর পরেই তাকে লক্ষ্য করে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পরপর বেশ কয়েকটি গুলি চালানো হয়।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
14 July, 2026 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লজ্জা আছে?

চাতুরী করতে গিয়ে কোর্টে মুখ পুড়ল বেইমান-গদ্দার বালিশ-শিবিরের। তৃণমূল কংগ্রেসের অ্যাকাউন্ট মামলা নিয়ে এর আগেই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের কাটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছিল বেইমানদের। বিচারপতি বলেছিলেন— ৪ মে কিংবা ১৮ জুন আপনাদের কোনও অভিযোগ ছিল না। এই অ্যাকাউন্টের টাকাতেই নির্বাচন লড়েছিলেন। হঠাৎ কেন মত বদল! কারণ কী? জবাব দিতে পারেনি বেইমানদের দল। রবিবার আলিপুর আদালতের একটি মামলাকে সামনে রেখে মিথ্যার জাল বুনেছিল গদ্দারের দল। কিন্তু বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের এজলাসে বালিশ-শিবির শুধু গলাধাক্কা খেল তাই নয়, প্রশ্নের কোনও জবাব দিতে পারল না। মামলাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসকে কেন পার্টি করা হয়নি? উদ্দেশ্য স্পষ্ট। লুকিয়ে নিজেদের মন-মতো রায় বের করা। বিচারপতি এরপর আরও একটি বড় প্রশ্ন করেন যার উত্তর দেওয়ার ক্ষমতাই ছিল না বালিশ-শিবিরের। বিচারপতি জানতে চান— নিম্ন আদালতের বিচারকের কি ক্ষমতা আছে কোনও একজন ব্যক্তিকে অন্য আর-একজন ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে দেওয়ার? ইডি যদি ফ্রিজ করে তা হলে কোন তথ্যের ভিত্তিতে করেছে? ইডি এক্ষেত্রে আইন দেখাচ্ছে, কিন্তু তারাও জানে অন্যায়ভাবে এই কাজটি করা হয়েছে। কয়েকজনের সই সংগ্রহ করে অ্যাকাউন্ট বন্ধের আর্জি জানালেই কি ইডি তা করতে পারে? এই কারণেই সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করার পর বিচারপতি বালিশ-শিবিরকে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, আপনাদের কথা শুনতে চাই না। আপনারা কী— তার বিচার করবে নির্বাচন কমিশন। এর পরেও ওদের লজ্জা আছে?

বন্ধ হোক এই ডিম-ছোঁড়া রাজনীতি

ভারতীয় রাজনীতি আজ বিজেপি নামক এক বিরাট শিশুর খেলার পিংপং বল। প্রতিবাদীরা ছত্রভঙ্গ। কিন্তু বিকশিত ভারতে যদি বিরোধীই না থাকে তাহলে সংবিধান ও গণতন্ত্রের মৃত্যু অনিবার্য। একদলীয় ভারতকে বিশ্ব কিন্তু বিকশিত রাষ্ট্রের মর্যাদা দেবে না। সংবিধান গুরুত্ব হারালে নরেন্দ্র মোদির ২০৪৭'র শ্রেষ্ঠ ভারতের স্বপ্নও ধাক্কা খেতে বাধ্য। একথাগুলো বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির গতি প্রকৃতি দেখে একটু মনে করিয়ে দিলাম মাত্র। বাংলার রাজনীতিতে যে দুর্নীতি, পয়সার আস্ফালন সাম্প্রদায়িক বিভাজন এবং পাঁকে ডুবে যাওয়া সংস্কৃতির আমদানি হয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিরোধীদের সস্তায় কিনে নেওয়ার কুনাট্য। ৯ বছর আগে সিপিএম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তৃণমূলে আশ্রয় নেওয়া নেতার হাবভাবটা এমন যেন কোনোদিন কালীঘাটের ছায়া পর্যন্ত মাড়াননি, সোজা আলিমুদ্দিন থেকে বিজেপির আশ্রয়ে চলে এসেছেন। আসলে পিঠ বাঁচাতে আর জেলযাত্রা ঠেকাতে তৃণমূল যত ভাঙছে, ততই তার রকমও বদলে যাচ্ছে। একদল মায় ঋতব্রত তৃণমূল আলাদা ব্লক গড়ে শুভেন্দু অধিকারীর ছত্রছায়ায়। সংসদীয় তৃণমূল ভেঙে অচেনা অজানা নতুন এক দলের ছাতার তলায়। সংসদ বসলেই তারাও পদ্মেই মিশে যাবেন বলে খবর। সবটাই হচ্ছে বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে। এ-রাজ্যে গুন্ডা দমনে নয়া আইন পাশ হয়েছে বিধানসভায়। কাল থেকে তা কার্যকর হয়েছে। এরপর থেকে ধর্ষণে অভিযুক্তকে 'এবেলা জমা, ওবেলা খালাস' ফরমুলায় খতম করে দেওয়ার রীতিই প্রতিষ্ঠিত হবে নাকি গুন্ডা দমনের নামে বেছে বেছে প্রতিবাদীদের জেলে পোরা হবে? প্রশ্ন অনেক, উত্তর ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু গত ৯ সপ্তাহে গরিব খেটেখাওয়া মানুষের দিনবদলের ইঙ্গিত কি মিলেছে কিছু? দাম কমেছে, চাকরি বেড়েছে, অপরাধ কমেছে! অন্নপূর্ণার টাকা সবার অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে? উল্টে স্টেশনে, ফুটপাতে, রাজপথের দু'ধারে হকার ভাইদের জীবনযন্ত্রণা কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। কার তাতে এল গেল!

—অভিষেক নন্দী, বিরাটি, উত্তর ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

সোনম ওয়াংচুকের অনশন এবং কয়েকটি কথা

● একের পর এক দুর্নীতি ফাঁস হচ্ছে বিজেপির আমলে।

● প্রতিবাদী কণ্ঠ টিপে মারতে চালু হচ্ছে গুন্ডা-দমন আইনের মতো কালা কানুন।

● এই দেশ কি আমরা চেয়েছিলাম?

জানতে চাইছেন
প্রদীপসখা মহাপাত্র

সোনম ওয়াংচুকের আমরণ অনশন চলছে টানা ১৫ দিন।

দীর্ঘ অনশনের জেরে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছেন এই সমাজকর্মী। মেডিক্যাল রিপোর্ট অনুযায়ী, অনশন শুরুর পর থেকে তাঁর ওজন প্রায় সাড়ে সাত কেজি কমে গিয়েছে। রক্তচাপ এসে ঠেকেছে ১০৬/৭৪-এ।

এখনও তিনি দিয়ে চলেছেন তাঁর বার্তা, 'আমি কোনও আধুনিক গান্ধী বা হিরো নই, একজন সাধারণ মানুষ।'

আর ঠিক এইভাবেই দেশবাসীকে নিজের দায়িত্ব বুঝে নিতে ডাক দিচ্ছেন শিক্ষাবিদ ও পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক । বলছেন, 'দয়া করে অন্য কারও মধ্যে হিরো না খুঁজে, নিজেরা নিজেদের হিরো হয়ে উঠুন। নাগরিক হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করুন।'

নিট প্রশ্নফাঁস দুর্নীতির (NEET 2026 Scam) অভিযোগে দিল্লির যন্তর মন্তরে এই আন্দোলন চলছে। তাতে গোদি মিডিয়া কোনও হেলদোল না দেখিয়ে অন্য তুচ্ছতর বিষয়ে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার মরিয়া প্রয়াস চালাচ্ছে। তারা বিজেপির রাজনীতি ও পরিণতি নিয়ে ভাবিত। ভারতের পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের বিষয়ে নয়।

অন্যদিকে সোনাম ওয়াংচুকের স্পষ্ট বার্তা, 'আজ যদি ওই পড়ুয়াদের জায়গায় আপনার নিজের বোন বা মেয়ে থাকত, আপনি কি ঘরে বসে থাকতেন? তাই আর অপেক্ষা না করে অন্যায় রুখতে এগিয়ে আসুন।'

যারা সরাসরি দিল্লির যন্তর মন্তরে আসতে পারছেন না, তাঁদেরকে নিজের এলাকায় একদিনের প্রতীকী অনশন করার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

আগামী ২০ জুলাই, অর্থাৎ সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন এই আন্দোলনের তরফে এক শান্তিপূর্ণ 'সংসদ অভিযান'-এর ডাক দেওয়া হয়েছে। সেই মিছিলে দলে দলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে ওয়াংচুক বলেছেন, 'আমাদের মতো আপনাদের ২৪ দিন না খেয়ে থাকতে হবে না। আপনারা পেট পুরে খেয়েই আসুন, কিন্তু নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে ২০ জুলাই আমাদের পাশে দাঁড়ান।'

কিন্তু মেইন স্ট্রিম মিডিয়া নিজেদের শিরদাঁড়া বিক্রি করে দিয়েছে বিজেপির পয়সার কাছে। তাই, খবরের কাগজের পাতায় কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় এই নিয়ে কোনও হইচই নেই।

গত ২০ জুন থেকে শুরু-হওয়া এই আন্দোলনে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ এবং মৃত পড়ুয়াদের পরিবারকে ১ কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে এই আন্দোলনের শুরু। ২৮ জুন এই আন্দোলনে শামিল হয়েই আমরণ অনশন শুরু করেন লাদাখের আন্দোলনের চেনা মুখ সোনম ওয়াংচুক। তিনি স্পষ্ট করে

দিয়েছেন, সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় তিনি এই অনশনে বসেছেন এবং তাঁর জীবন নিয়ে কোনও সংশয় নেই। তাই জোর করে তাঁকে আন্দোলন থেকে সরানোর চেষ্টা করা হলে, তা হবে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের সাংবিধানিক অধিকারের পরিপন্থী।

কোন পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই আন্দোলন, যাকে চাপা দিয়ে রাখতে তৎপর বিজেপি-শাসিত মিডিয়া?

মনে পড়ে ২০১৪ সালে কংগ্রেসকে দিল্লির কুরসি হারাতে হয়েছিল কেন?

প্রধান ইস্যু ছিল দুর্নীতি।

নরেন্দ্র মোদিকে সামনে রেখে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অল আউট খেলার অঙ্গীকার করেছিল বিজেপি। তাদের তরফে আরও দাবি করা হয়েছিল, ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে বিজেপি এক অন্যরকম দল— পার্টি উইথ আ ডিফারেন্স। মানুষ গেরুয়া শিবিরের কথা বিশ্বাস করেছিল। তাদের উপর ভরসা রেখেছে উপর্যুপরি তিনবার। মোদির এই মন্তব্যও ভাইরাল যে, 'না খায়ুঙ্গা না খানে দুঙ্গা'। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বের এই লম্বা-চওড়া দাবির সঙ্গে অভিজ্ঞতার মিল সামান্যই। শ্রীরামচন্দ্রের কাঁধে ভর দিয়ে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেছে গেরুয়া শিবির। অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ কর্মসূচিকে সামনে রেখেই এই দলের অত্যাশ্চর্য বিস্তারলাভ। আর সেই রাম মন্দিরেই পড়েছে চোর লুটেরাদের হাত! বিপুল নগদ, এমনকী রামলালার গয়নাও চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বুলডোজার বাবার রাজ্যের এই অভূতপূর্ব কেলেঙ্কারি থামার আগেই চোখ খুলে দিয়েছে পবিত্র চারধাম। এবার কেন্দ্র বদ্রীনাথ। উত্তরাখণ্ডের বদ্রীনাথ মন্দিরেও প্রণামীর অর্থ চুরি হয়েছে অযোধ্যার কায়দায়। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ নিয়ে তোলপাড় পাশাপাশি দুই রাজ্য। আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে এই দুই ডবল ইঞ্জিন রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। অর্থাৎ ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ার মাত্র মাসকয়েক আগের এই কেলেঙ্কারি নিয়ে স্বভাবতই তোলপাড় জাতীয় রাজনীতি। দ্বিতীয় অভিযোগ এতটাই গুরুতর যে, সেখানেও তদন্ত কমিটি গঠন করতে হয়েছে। বিজেপি যেসব ধর্মস্থানের নামে ভোট চায়, ভোটে জেতে, সরকার তৈরি করে যথেচ্ছ ক্ষমতা ভোগ করে, সেখানেই এই পাপাচার বিপরীত দৃশ্য বইকি! এই ঘটনায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, বিজেপির কাছে ক্ষমতার রাজনীতিই মুখ্য। ধর্মভাব নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বা অন্য মনীষীরা কী বলে গিয়েছেন, ভেবেছেন প্রভৃতি উপলক্ষ-মাত্র। তাদের নেতৃত্বের এই ক্লীবতায় ভারতের ধর্মভাব এবং হিন্দুত্বের যে ক্ষতি হচ্ছে তা অপূরণীয়।

কেলেঙ্কারির ধর্মস্থানেই সীমাবদ্ধ নয়। সামনে এসেছে বিজেপি-শাসিত মধ্যপ্রদেশের একাধিক কেলেঙ্কারি। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ফেঁসে গিয়েছেন জমি দুর্নীতিতে। এছাড়া অভিযোগ উঠেছে মোদি মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ভগীরথ চৌধুরীর নামেও। তিনি কৃষিমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী। কৃষিমন্ত্রকের একটি প্রকল্পের ভর্তুকির টাকা তিনি নিজের ফার্মকে পাইয়ে দিয়েছেন! এছাড়া তোলপাড় চলছে খোদ দিল্লিতে স্বাস্থ্যদপ্তরের মারাত্মক দুর্নীতি নিয়ে। দিল্লি সরকারের অধীনস্ত হাসপাতালগুলিতে বেড রয়েছে ১৫ হাজারের মতো। কিন্তু সেগুলির জন্য চাদর কেনা হয়েছে প্রায় সাড়ে ১৬ লক্ষ! তাও আবার দেড়শো টাকার চাদর কেনা হয়েছে সাড়ে চারশোয়! অর্থাৎ চাদরে রহস্য একটি নয়, একজোড়া। রহস্যে যতি পড়েনি এখানে, আছে আরও। বাজারে এক প্যাকেট ওআরএস যখন ১৫ টাকায় মেলে তখন এই সরকার সেটি কিনেছে ২০৫ টাকা দরে। তাও আবার 'আইনমাফিক' টেন্ডার ডেকে! একটি পোর্টেবল এক্স-রে মেশিনের বাজারদর ১০ লক্ষ টাকার মতো। কিন্তু দিল্লি সরকারের সেন্ট্রাল প্রোকিয়োরমেন্ট এজেন্সি সেটাই কিনেছে ৩৩ লাখে! এমন অবশ্য এক-আধটা নয়, কেনা হয়েছে ৪৪৮টি। ফলে ৪৫ কোটির জায়গায় দাম মেটানো হয়েছে ১৪৮ কোটি টাকা। রেডিয়োলজিক্যাল যন্ত্রের বাজার দর ২৫ লক্ষ টাকা। সেটি কিনতে এই দরাজ দিল সরকার গুনেছে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা! তাহলে দিল্লি সরকার সামান্য জোড়া রহস্য উপহার দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, লম্বা হাতে গেঁথেছে রহস্যের মালা!

এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরীক্ষা দুর্নীতি। প্রশ্ন ফাঁসের পরম্পরা।

তাই, ভারতবর্ষ আজ আর চুপ করে সব হজম করতে পারছে না।

বিদ্রোহ দিকে দিকে, বিদ্রোহ আজ।

আর সেই আগুন নেভাতে তৈরি হচ্ছে কালা কানুন, রাজ্যে রাজ্যে।

একদিন নিখোঁজ থাকার পর সোমবার দুপুরে নিউটনের যাত্রাগাছি নন্দননগর সংলগ্ন বাগজোলা খাল থেকে উদ্ধার হল পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের অরিন্দম সেনের দেহ

মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১০, এখনও নিখোঁজ ৫

ডুবে-যাওয়া ট্রলার থেকে আরও ৯ জন মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ : বঙ্গোপসাগরে ডুবে-যাওয়া ট্রলার থেকে আরও ৯ জন মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার হল। মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১০। রবিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোবর্ধনপুর থানার পুলিশ, বনদফতর এবং ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী রক্তেশ্বরচরের কাছে ডুবো ট্রলারটি শনাক্ত করে উদ্ধার করে সীতারামপুরে নিয়ে আসে।

এটাই সেই বঙ্গোপসাগরে ডুবে যাওয়া জয় মা কালীর ট্রলার।

রাতভর উদ্ধার-অভিযান চালানোর পর ট্রলারের ভিতর থেকে জল বের করে একে একে ৯ জন মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার করা হয়। দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। চলতি মাসের শুরুতে পূর্ব মেদিনীপুরের শঙ্করপুর মৎস্যবন্দর থেকে ১৫ জন মৎস্যজীবীকে নিয়ে ২ জুলাই মাছ ধরতে সমুদ্রে গিয়েছিল 'জয় মা কালী' ট্রলারটি। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ট্রলারটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সেটি নিখোঁজ হয়ে পড়ে।

এখনও ৬ জন মৎস্যজীবীর কোনও সন্ধান মেলেনি। সোমবারও পুলিশ, বন দফতর ও ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী যৌথভাবে সমুদ্র জুড়ে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। প্রশাসনের আশঙ্কা, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। ১৫ জন মৎস্যজীবীর মধ্যে দুজন মৎস্যজীবী ওড়িশার বলে জানা গেছে।

মৎস্যজীবী পরিবারের সদস্যরা কার্যত ভেঙে পড়তে থাকেন। রবিবার ট্রলার উদ্ধারের খবর পেতেই স্থানীয় বিধায়ক চন্দ্রশেখর মন্ডলের সাথে বকখালি রওনা দেন মৎস্যজীবী পরিবারের সদস্যরা। তবে মৃতদেহের অবস্থা এতটাই খারাপ যে সোমবার বিকেল পর্যন্ত দেহ শনাক্ত করা যায়নি। সোমবার ন-জনের দেহ কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করা হয়। প্রশাসনের তরফ থেকে সকলের মৃতদেহ কাঁটাপুকুর হাসপাতালে ডিএনএ টেস্টের জন্য পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ওই এলাকায় ছুটে যান সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার বিশ্বচাঁদ ঠাকুর।

ট্রলার ডুবি: নিখোঁজ একই পরিবারের তিন

সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ : ট্রলার ডুবিতে নিখোঁজ একই পরিবারের তিন ভাই। উড়িষ্যার জলেশ্বর বাসিন্দার রবীন্দ্র মাঝি, জয়রাম মাঝি ও জগন্নাথ মাঝি।

ট্রলার ডুবিতে নিখোঁজ তিন ভাই।

তিক্ত শক্তির অপেক্ষায় পরিবারের সদস্যরা। উৎকণ্ঠায় মৎস্যজীবী পরিবারের সদস্যরা কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল মর্গে অপেক্ষা করছেন। পরিবারের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে চলতি মাসের ২ তারিখে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। তারপর থেকে তাঁদের সঙ্গে আর কোনও রকম যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। গতকাল বঙ্গোপসাগরের রক্তদীপ চড়ায় ট্রলার উদ্ধারের ঘটনা খবর পেয়ে এই মুহূর্তে উদ্ধার হওয়া মৃতের পরিবার-পরিজন কাকদ্বীপ হাসপাতালে উপস্থিত হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে কাকদ্বীপ মর্গে সামনে। এদিকে এদিনই আরও নয়জনের মৃতদেহ শনাক্ত করা হয়েছে। ফলে আতঙ্ক আরও বাড়ছে।

ঠাকুরপুকুরে বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার যুবতী

প্রতিবেদন : বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে বন্ধুর হাতেই ধর্ষণের শিকার হলেন এক তরুণী। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার ঠাকুরপুকুর এলাকায়। ঠাকুরপুকুর থানায় দায়ের হয়েছে অভিযোগ। শুধু ওই বন্ধু নয়, আরও দু'জনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্তে নেমে পুলিশ তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।

নির্যাতিতার অভিযোগ, বন্ধুর বাড়িতে রাতে জোর করে তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করা হয়। তিনি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেও রেহাই পাননি। মূল অভিযুক্তের সঙ্গে তার দুই বন্ধুও ছিল। ফলে তাঁর বাধা ধোপে টেকেনি। নির্যাতিতার দাবি, একজন তাঁর জামাকাপড় খুলে নেয়। অন্য জন তাঁর মোবাইল কেড়ে নেয়।

নির্যাতিতার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যেই মূল অভিযুক্তসহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪(১), ৭৪/৭৬, ৩১৬(২)/৩(৫) ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনার পরের দিন অর্থাৎ রবিবার সকালে মূল অভিযুক্তের আরও দুই বন্ধু তাঁর বাড়িতে গিয়েছিল। তবে রবিবারের ঘটনায় বা নির্যাতিতাকে হেনস্থা করার ক্ষেত্রে তাঁদের এখনও পর্যন্ত কোনও প্রত্যক্ষ যোগসূত্র খুঁজে পায়নি পুলিশ। অভিযুক্তদের মধ্যে একজন একটি খাবার সরবরাহ সংস্থার অফিসে নিরাপত্তারক্ষী। বাকি দু'জনের মধ্যে একজন যাত্রিবাহী বাইক চালান আর অন্যজন চিকিৎসকের কম্পাউন্ডারের কাজ করেন।

১৫ জুলাই শুনানি

প্রতিবেদন : একুশে জুলাইয়ের আগে ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউস-চত্বরে কলকাতা পুলিশ ৬০ দিনের জন্য ১৬৩ ধারা জারি করেছে। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে, আদালত মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে। আগামী ১৫ জুলাই মামলার শুনানি হতে পারে।

পানীয় জল প্রকল্পে চুরি

সংবাদদাতা, কোচবিহার: মাথাভাঙা শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন বাঁধের পাড়ে সরকারি সৌরচালিত পানীয় জল প্রকল্পে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা জল নিতে এসে দেখেন, প্রকল্পের মূল পাম্প খুলে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। শুধু তাই নয়, একাধিক জলের ট্যাপও ভেঙে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সরকারি সম্পত্তিতে এই ধরনের ভাঙচুর ও চুরির ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার মানুষ। স্থানীয়দের দাবি, ওই প্রকল্পের জলই বহু পরিবারের একমাত্র ভরসা। কারণ, এলাকায় অধিকাংশ টিউবওয়েলের জলে অতিরিক্ত আয়রনের উপস্থিতি থাকায় তা পানযোগ্য নয়। ফলে সরকারি এই সৌরচালিত জল প্রকল্প থেকে প্রতিদিন বহু মানুষ পানীয় জল সংগ্রহ করেন। পাম্প চুরি হয়ে যাওয়ায় কার্যত জল পরিষেবা বন্ধ হয়ে পড়েছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত অভিনেত্রীর আপ্ত সহায়ক

সংবাদদাতা, হাওড়া : টলিউডের নামী অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক তথা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার এক কর্মীর বিরুদ্ধে একই সংস্থায় কর্মরত তরুণীকে ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় অভিযুক্ত অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়কে হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট এলাকার বাড়ি থেকে রবিবার রাতে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত অর্ঘ্যকে সোমবার হাওড়া জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়ে তাকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত অর্ঘ্য ও অভিযোগকারী তরুণী একই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থায় কাজ করার সুবাদে একে অপরের পরিচিত। নির্যাতিতার অভিযোগ, গত ১২ এপ্রিল কাজের অছিলায় তাঁকে চ্যাটার্জিহাট এলাকায় অভিযুক্তের বাড়িতে ডেকে পাঠানো হয়। বাড়িতে একাকী পেয়ে অর্ঘ্য তাঁকে জোর করে ধর্ষণ ও যৌন হেনস্থা করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর গত ২৭ এপ্রিল নির্যাতিতা তরুণী চ্যাটার্জিহাট থানায় অভিযুক্ত অর্ঘ্যর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার দিন থেকে অভিযোগ দায়ের পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিযুক্তের আইনজীবী। অভিযুক্তের পক্ষের আইনজীবী শঙ্খজিৎলাল মিত্র জানান, এই ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বেশ কয়েকটি জামিন অযোগ্য

ধৃত অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়।

ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। তবে ঘটনার দিন (১২ এপ্রিল) এবং অভিযোগ দায়েরের দিনের মাঝে যে সময়ের ব্যবধান রয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবী। তিনি দাবি করেন, এই সময়ের ব্যবধান বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইনজীবী আরও বলেন, পুরো বিষয়টি এখন তদন্তসাপেক্ষ এবং অভিযোগের সত্যতা যাচাই করার জন্য পুলিশি তদন্ত প্রয়োজন। জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়েয় আপ্ত সহায়ক হওয়ার কারণে এবং ঘটনার ধরন অনুযায়ী এই বিষয়টি ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার পুনর্গঠন ও বিস্তারিত তদন্ত চালাচ্ছে চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ। ন্যায়বিচারের স্বার্থে ঘটনার নেপথ্যে থাকা সমস্ত সত্য দ্রুত সামনে আসুক স্থানীয়দের দাবি এটাই।

বিয়ের চার মাসেই বধূর দেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, বাদুড়িয়া : চার মাসের মধ্যেই গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু। খুনের অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। পুলিশ ও পরিবার সুত্রে খবর, মৃতার নাম আত্রেয়ী মুখোপাধ্যায় (২৫)। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার আরশুলা গ্রামে। মৃতার বাবার বাড়ি বসিরহাটে। গত চার মাস আগে আরশুলা গ্রামের সায়ন মন্ডলের সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, সোমবার সকাল ১১টার সময়ও আত্রেয়ী তার মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। এরপরেই ঠিক দুপুর ১২টা নাগাদ শ্বশুর বাড়ি থেকে ফোন করে জানানো হয় যে তার মৃত্যু হয়েছে। তড়িঘড়ি তার বাপের বাড়ির লোকজন বাদুড়িয়া ব্লক হাসপাতালে আসে। তাঁদের অভিযোগ, মেয়েকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করেছেন।

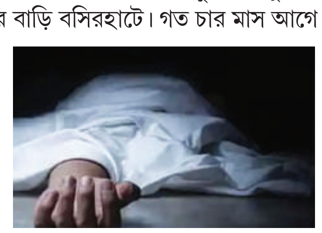

রাজ্য

14 July, 2026 • Tuesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সাতসকালে বৃষ্টিতে ভিজল শহর কলকাতা

মেলেনি অন্নপূর্ণা'র টাকা, জাতীয় সড়কে অবস্থান-বিক্ষোভ মহিলাদের

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ১ জুন থেকে শুরু হয়েছে অন্নপূর্ণা যোজনার আর্থিক অনুদান দেওয়া। বেশিরভাগ মহিলাই আবেদন করার পরেও সেই টাকা পাননি। এ নিয়ে রাজ্য জুড়ে চলছে বিক্ষোভ। সোমবার সকালে আর্থিক অনুদান না পাওয়া নিয়েই উত্তপ্ত হয়ে উঠল জলপাইগুড়ির ক্রান্তি। এদিন সকালে মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি স্থানীয় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে তীব্র প্রতিবাদ জানান। প্রসঙ্গত, নির্বাচনের আগে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মহিলাদের স্বনির্ভর করতে প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী, গত জুন মাসে ডিবিটি লিঙ্কের মাধ্যমে বহু মহিলার অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির টাকা পৌঁছায়। দ্বিতীয় কিস্তির জন্য সরকারি নির্দেশিকা মেনে সমস্ত মহিলারা অনলাইনে ফর্ম পূরণ করেছিলেন। অভিযোগ, ১ জুলাই রাজ্যের প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ মহিলার অ্যাকাউন্টে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ঢুকলেও, ক্রান্তি ব্লকের বহু যোগ্য সুবিধাভোগী সেই টাকা পাননি। অনলাইনে স্ট্যাটাস চেক করলে বারবার 'রিজেক্টেড' অথবা 'আন্ডার এনকোয়ারি' দেখানোয় ক্ষোভ দানা বাঁধে। বিক্ষোভকারী মহিলাদের অভিযোগ, যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় প্রশাসনের গাফিলতি এবং উদাসীনতার কারণেই তাঁরা এই আর্থিক সহায়তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এদিন সকাল থেকে শতাধিক মহিলা অঞ্চল অফিসের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন এবং পরবর্তীতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় প্রশাসন। দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। তবে বিক্ষোভকারী মহিলারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে যদি তাঁদের অ্যাকাউন্টে প্রাপ্য টাকা না ঢোকে, তবে তাঁরা ফের বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন। এই ঘটনার জেরে প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জলপাইগুড়ির ক্রান্তি মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে মহিলাদের বিক্ষোভ। সোমবার।

কোর্টে অনুরোধ খারিজ

(প্রথম পাতার পর) ৭ জুলাই ফের ইডি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে। যদিও আদালতে ইডির দাবি, তৃণমূলের সব অ্যাকাউন্ট তো আমরা ফ্রিজ করিনি! মাত্র তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছি। বাকি অ্যাকাউন্টে ১৬৪ কোটি টাকা আছে, সেটা দিয়েই তো দৈনন্দিন কাজকর্ম চলতে পারে। আরও দাবি, অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ না করলে তো টাকা দুবাই বা কেম্যান দ্বীপে পাচার হয়ে যেতে পারে। তারপর তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না! একইসঙ্গে, আলিপুর আদালতের এক নির্দেশিকা তুলে ধরে মামলাকারীর মামলা দায়েরের অধিকারের অধিকার নিয়েও প্রশ্ন তোলে ইডি। তার প্রেক্ষিতে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও জানতে চান, নিম্ন আদালতের মামলায় এদের (মমতাপন্থী তৃণমূলকে) পার্টি করা হয়েছিল কিনা। উত্তরে তৃণমূলের তরফে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন, 'গোপন করার কথা হচ্ছে কেন? যেখানে এটা অর্ডার হয়েছে। কাউকে পার্টি করা হয়নি মামলায়।' বিচারপতি রাওয়ের আরও প্রশ্ন, নিম্ন আদালতের বিচারকের কি ক্ষমতা আছে কোনও একজন ব্যক্তিকে অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের ক্ষমতা দেওয়ার? ইডি এক্ষেত্রে পুলিশের কাছ থেকে রিপোর্ট নিয়েছিল কি না, সেটাও জানতে চান বিচারপতি। ইডি জানায়, সিডিউলড অফেন্সের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা নেই। এদিন দু-পক্ষের বক্তব্য শুনে রায়দান স্থগিত রেখেছে আদালত।

চিঠি দিয়ে বললেন তৃণমূলনেত্রী

(প্রথম পাতার পর) বালিশপন্থী শিবিরকে স্রেফ অনৈতিকভাবে আরও প্রায় ১৫ দিন অতিরিক্ত সময় দিয়েছে কমিশন। কিন্তু এই বাড়তি সুবিধে বা অতিরিক্ত সময় কেন? কোনও উত্তর নেই কমিশনের কাছে।

এদিন মহুয়া মৈত্র জানিয়েছেন, তৃণমূলের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি চিঠি দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের সচিবকে। তিনি লিখেছেন, আপনারা নিরপেক্ষ সাংবিধানিক বডি। দেশের করদাতাদের অর্থে এই সংস্থা চলে। আপনারা যে সময়ের মধ্যে যে কাগজপত্র চেয়েছিলেন আমরা সব জমা দিয়েছি। কিন্তু ওরা দেয়নি। আপনারা ওদের আর্জি মেনে ওদের জন্য সময় বাড়িয়েছিলেন। সেটাও আমাদের জানাননি! সেই সময়ও পেরিয়ে গিয়েছে। তাই আপনাদের অনুরোধ, এখন আমাদের দেওয়া তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে কমিশন তাদের তদন্ত শেষ করুক। ওরা যা খুশি করবে আপনারা দেখবেন, সময় দেবেন এটা হয় না।

তাহেরপুরে গাঁজা উদ্ধার, ধৃত দুই

সংবাদদাতা, নদিয়া : তাহেরপুর থানার পুলিশের বিশেষ অভিযানে উদ্ধার ১০ কেজি গাঁজা ও নগদ অর্থ। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল তাহেরপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে আনুমানিক ১০ কেজি গাঁজা, দুটি মোবাইল ফোন, বেশ কিছু নগদ টাকা এবং একটি টোটো গাড়ি উদ্ধার করা প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া গাঁজা তাহেরপুর থানা এলাকায় ডেলিভারি করার উদ্দেশ্যেই শান্তিপুর থেকে নিয়ে আসা হচ্ছিল। তার আগেই গোপন তথ্যের ভিত্তিতে দুই অভিযুক্তকে আটক করা হয়। ধৃতদের নাম বিশ্বজিৎ কর্মকার ও প্রতীক প্রামাণিক। দুজনেই শান্তিপুর থানার কন্দখোলা এলাকার বাসিন্দা। এই মাদকচক্রের আসল মাথা কে, জানতে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। প্রশাসনিক নির্দেশে সারা রাজ্যে চলছে মাদকবিরোধী অভিযান। তার জেরেই এই অভিযান। এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও চলবে বলে জানালেন তাহেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক।

নিখোঁজ ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার খুনের অভিযোগ তুলল পরিবার

সংবাদদাতা, হাড়োয়া : নিখোঁজ ব্যবসায়ীর পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ায়। অভিযোগ, বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে ব্যবসায়ীকে। মৃতের নাম কালীপদ মণ্ডল (৫৬)। পেশায় ঝালমুড়ি বিক্রেতা। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পরিবারের দাবি, পরিকল্পনা করে অপহরণ করে খুন করা হয়েছে। তারা দোষীর কঠিন শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

হাড়োয়ার ধুতুরপোতা এলাকার বাসিন্দা ঝালমুড়ি বিক্রেতা কালীপদ মণ্ডল ১০ জুলাই থেকে নিখোঁজ ছিলেন। সোমবার বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে ব্রাহ্মণচক এলাকায় তাঁর পচাগলা দেহ পড়ে থাকতে দেখে মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা খবর দেন হাড়োয়া থানার পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ওই ব্যবসায়ীর মৃতদেহ উদ্ধার করে বসিরহাট পুলিশমার্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পরিবারের দাবি, এটি স্বাভাবিক মৃত্যু বা আত্মহত্যা নয়। বাড়ি থেকে নিজের পরিচয় পত্র-সহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়ে বের হন কালীপদ। পরে কেউ তাকে বাইকে করে নিয়ে যায়। তারপর থেকেই নিখোঁজ তিনি। সোমবার তাঁর নিজের জামার একপ্রান্ত গলায় প্যাঁচানো অন্য প্রান্ত একটি গাছের নিচু ডালে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়। যেভাবে দেহটি পড়েছিল তা কখনও আত্মহত্যা হতে পারে না। নথিগুলির কোনও খোঁজ নেই। কেউ তাঁকে খুন করে ওই অবস্থায় রেখে যায়।

নয়া গুন্ডাদমন

(প্রথম পাতার পর) কার্যকর হয়েছে 'গুন্ডাদমন আইন ২০২৬'। তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ এ-প্রসঙ্গে বলেন, এই আইনে এমন কিছু রয়েছে, যা বিপজ্জনক। অপব্যবহারের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে একশো শতাংশ। এই আইন থেকে বেশ কিছু বিষয় আমরা বাদ দিতে বলেছিলাম। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করা হয়নি। এই আইনে রয়েছে বিনা বিচারে আটকে রাখার নিদান। অভিযুক্ত কোনও আইনজীবী দিতে পারবে না। কোর্টে প্রডিউস করতে হবে না। কোর্ট এবং বিচারব্যবস্থাকে বাইপাস করে পুলিশকেই সর্বেসর্বা করে দেওয়া হয়েছে এই আইনে। আমরা এই বিতর্কিত বিষয়গুলি বাদ দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সরকার পক্ষের উদ্যোগে স্পষ্ট, প্রতিপক্ষ দমনের উদ্দেশ্য নিয়েই এই কালাকানুন তৈরি করা হয়েছে।

ভুল শুধরে এগোচ্ছে তৃণমূল

(প্রথম পাতার পর) পালন করব। ভুলটাকে ধরে রেখে বসে থাকলে হবে না। আমাদের ভুল থেকেই শিক্ষা নিয়ে সামনে এগোতে হবে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বরানগরের সর্বস্তরের স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এই কর্মীদের বক্তব্য, আমরা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেই তৃণমূল কংগ্রেস করি— তাই করব। আর কোনও বেইমান কোথায় কী বলল আমরা সেসব গুরুত্ব দিচ্ছি না। এখন আমাদের একটাই লক্ষ্য, নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থেকে তাঁর হাত শক্ত করা। আমরা ২১ জুলাই-এর শহিদ তর্পণ করি বহু বছর। এবারও করব। জানি অনেক প্রতিকূলতা আছে কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখেই ওইদিন কলকাতায় জমায়েত হব। সেদিন নেত্রী যা নির্দেশ দেবেন সেই মতো আগামীতে পথ চলব।

ঝর-ঝর বৃষ্টির মধ্যেই 'এসো শ্যামল সুন্দর...' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল হুগলির বন্দিপুরের কুশাঙ্কুর। 'আকাশ' সভাঘরে কথায়-কবিতায় নাচে-গানে রবিবারের সারা সন্ধে-জুড়ে বৃষ্টির মধ্যেই বর্ষাবরণ হয়ে গেল। সমবেত সংগীতে অনুষ্ঠানের সূচনা করে প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরা। গুরুদেবের প্রিয় ঋতুকে স্মরণ করে বিশ্বকবির কবিতার আবৃত্তি-গান প্রতিষ্ঠানের ছোট-বড় শিক্ষার্থীরা জমজমাট পরিবেশন করল। আমন্ত্রিত 'শ্রুতি সংসদ'-এর কচিকাঁচাদের পরিবেশনাতেও ছিল শুধু বর্ষার কবিতা। মৃণালকান্তি দাশের আয়োজনে অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন শংকর আচার্য।

রায়গঞ্জের পুরনো জাতীয় সড়কের রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ মদ উদ্ধার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর, ধসে বন্ধ রাস্তা, ফুঁসছে পাহাড়ি নদীগুলি

প্রতিবেদন : উত্তরের বিপর্যয় কাটছেই না। ফের ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরের পাহাড় থেকে সমতল। ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বহু বাড়ি। নষ্ট হয়েছে চাষের জমি। বিপদ সীমার ওপরে বইছে তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা। এরইমধ্যে আবার সোমবার কালিম্পংয়ে ধস নেমে বন্ধ হয়ে গিয়েছে রাস্তা। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় নদীভাঙন ও বাঁধে রেইন কাটের খবর মিলেছে। গৌড়বঙ্গের গঙ্গা, ফুলহার, মহানন্দা, কুলিক, আত্রেয়ী নদীর জলস্তর বেড়েছে। অন্যদিকে, ধসে দার্জিলিংয়ে একটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্ধ টয় ট্রেন পরিষেবা। কালিম্পং ও সিকিমগামী ১০ নম্বর জাতীয় সড়কও বিপর্যস্ত। এমন প্রেক্ষাপটে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসে দুর্যোগ পরিস্থিতি জটিলও হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এছাড়াও শিলিগুড়ির মহানন্দা, বালাসন, জলপাইগুড়ির জলঢাকা, তিস্তা, উত্তর দিনাজপুরে কুলিক, পুনর্ভবা, বালুরঘাটের আত্রেয়ী, মালদহের মহানন্দা, গঙ্গা, ফুলহার নদী ফুলেফেঁপে উঠেছে।

দার্জিলিংয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি।

এদিন সকালে জলপাইগুড়িতে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের সাপ্টিয়াবাড়িতে জলঢাকা নদীর জলস্তর অসংরক্ষিত এলাকায় বিপদসীমার উপরে উঠে যায়। দোমোহনি ও মেখলিগঞ্জে তিস্তা নদীর জলও বেড়েছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট দু'টি নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় সেচদপ্তর হলুদ সংকেত জারি করেছে। সেচদপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা জানান, জলস্তরে নজর রাখা হয়েছে। নদী তীরবর্তী গ্রামের বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়েছে। একাধিক জায়গায় শুরু হয়েছে নদীভাঙন। জলপাইগুড়ি, বানারহাটে গয়েরকাটা টি-গার্ডেন এলাকায় প্রায় ২০০ মিটার এলাকাজুড়ে পাড় ভাঙছে আংরাভাসা নদী। নকশালবাড়ির হাতিঘিষার লোহাসিং জোতে থাবা বসিয়েছে চেঙ্গা নদী। এখানে ১৫০ মিটার অংশ ভেঙেছে।

গত দু'দিনে বৃষ্টির পরিমাণ

কোচবিহারে বৃষ্টির পরিমাণ সর্বাধিক, ১৪৩.০০ মিলিমিটার।
শীতলকুচিতে রেকর্ড করা হয়েছে ১৪২.২০ মিমি বৃষ্টি।
আলিপুরদুয়ারে ১১২.২০, বানারহাটে ৯৩.০০ মিমি।
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ৭৫ মিমি বৃষ্টি হয়েছে।
পাহাড়েও ভারী ও মাঝারি বৃষ্টি অব্যাহত।

দিনহাটায় শিশুর দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

সংবাদদাতা, কোচবিহার : তৃণমূল কর্মীর শিশুপুত্রের দেহ উদ্ধার হল জলাশয় থেকে। সোমবার কোচবিহারের দিনহাটার ঘটনা। স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবারের সদস্যরা শিশুটিকে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত শিশুর

রাজনৈতিক হিংসার বলি এবার শিশুও!

বাবা শ্যামল রায় দাবি করেছেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী এবং বর্তমানে বাড়িছাড়া অবস্থায় রয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক কারণেই তাঁর পরিবার দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। তিনি বলেন, তাঁর ছেলে বাড়িতে থাকলেও পাড়ায় খেলতে গেলে বিভিন্ন সময় বাধার সম্মুখীন হত। প্রতিবেশীদের একাংশ প্রায়ই শিশুটিকে মারধর করত এবং বিভিন্ন অভিযোগ আনত বলেও দাবি করেন তিনি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেলে শিশুটি বাড়ি থেকে খেলতে বেরিয়ে যায়। এরপর দীর্ঘক্ষণ বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। পরে বাড়ির অদূরের একটি জলাশয় থেকে তার দেহ উদ্ধার করা হয়। প্রশ্ন উঠেছে এই শিশুটি কি তবে রাজনৈতিক হিংসার বলি? শ্যামল রায়ের অভিযোগ, তাঁর ছেলেকে খুন করে জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

অতিরিক্ত কাজের চাপ, বিক্ষোভ আশাকর্মীদের

সংবাদদাতা, কোচবিহার : অতিরিক্ত কাজের চাপ সামাল দেওয়া দুষ্কর হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে আবার ই-কেওয়াইসির কাজের জন্য প্রশিক্ষণ। সবমিলিয়ে নাজেহাল অবস্থা আশাকর্মীদের। এবার প্রশিক্ষণ বয়কট করে কাজের চাপের বিরুদ্ধে সরব হলেন আশাকর্মীরা। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে শামিল হলেন তাঁরা। সোমবার দিনহাটা-২ ব্লকের বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিক্ষোভ দেখিয়ে স্মারকলিপি জমা দিল পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন দিনহাটা-২ ব্লক কমিটি। তাঁদের দাবি, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো মূল দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ক্রমাগত নতুন নতুন প্রশাসনিক কাজ চাপিয়ে দেওয়ায় সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই কঠিন হয়ে পড়ছে। এ দিন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের ই-কেওয়াইসি-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রশিক্ষণে অংশ না নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনেই অবস্থান-বিক্ষোভে শামিল হন আশাকর্মীরা। পরে ব্লক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত স্মারকলিপিও জমা দেন তাঁরা। আশাকর্মীদের অভিযোগ, তাঁদের মূল কাজ হল গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি, শিশু এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত থেকে বাড়ি বাড়ি স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তোলা। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ, ডিজিটাল আপলোড, মোবাইল ও কম্পিউটারভিত্তিক ই-কেওয়াইসির মতো কাজের বাড়তি চাপ তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্য পরিষেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে দাবি তাঁদের।

পড়ুয়াদের পাতে পোকা-ধরা ডালের খিচুড়ি, বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : বিজেপি সরকার আসতেই শিশু ও পড়ুয়াদের পুষ্টি আউট, অপুষ্টি ইন! এবার পোকা ধরা ডালের খিচুড়ি দেওয়া হল অঙ্গলওয়াড়ি কেন্দ্রে। তার জেরেই অভিভাবকরা ব্যাপক বিক্ষোভ দেখালেন কালিয়াগঞ্জে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, তরঙ্গপুরের এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বেশ কিছুদিন ধরেই অত্যন্ত নিম্নমানের খাবার দেওয়া হচ্ছিল। বাচ্চাদের যে খাবার দেওয়া হয়, তার গুণমান নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠলেও কোনও হেলদোল ছিল না। তবে সোমবার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যায়। অভিযোগ, এদিন শিশুদের দুপুরের আহারের জন্য যে খিচুড়ি রান্না করা হয়েছিল, তার ডাল ছিল সম্পূর্ণ পোকা ধরা! রান্না করা খাবারে পোকা ভাসতে দেখেই ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে অভিভাবকদের। এই খবর ছড়াতেই এলাকার মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

বিক্ষোভে শামিল হলেন অভিভাবকরা।

তাঁরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। গ্রামবাসীদের স্পষ্ট দাবি, এই বিষাক্ত ও নিম্নমানের খিচুড়ি কোনওভাবেই শিশুদের খাওয়ার যোগ্য নয়। এর ফলে শিশুরা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়তে পারত। এদিকে গ্রামবাসীদের এই গুরুতর অভিযোগকে কেন্দ্র করে যখন উত্তেজনা চরমে, তখন বিস্ফোরক দাবি করেন ওই কেন্দ্রের অঙ্গনওয়াড়ি দিদিমণি (কর্মী) সরোজনী দেবশর্মা। তিনি গ্রামবাসীদের সমস্ত অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি জানান, ডালটি সত্যিই খারাপ ছিল। অপরদিকে যতদিন ন্যায্য মূল্যে ডিম সরকার না দেবে ততদিন বাচ্চাদের ডিম না দেওয়ার মাধ্যমে প্রতিবাদ যানাচ্ছেন বিভিন্ন কেন্দ্রের কর্মীরা। কিন্তু সবের মাঝেই পুষ্টি পিছিয়ে পড়ছে প্রত্যন্ত গ্রামের শিশুদের।

ভাঙা ক্লাসরুম সারালেন তৃণমূল কাউন্সিলর

সংবাদদাতা, মালদহ : সরকারি লালফিতের ফাঁসে যখন থমকে ছিল ২০০ পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ ঠিক তখনই দেবদূতের মতো এগিয়ে এলেন তিনি। কোনও সরকারি তহবিলের অপেক্ষা না করে সম্পূর্ণ নিজের পকেটের টাকায় মেরামত করে দিলেন ঝড়ে ভেঙে পড়া একটি আস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়। ঘটনাটি মালদহের নরসিংকুপ্পা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। বিধানসভা নির্বাচনের প্রায় তিন মাস আগে এক বিধ্বংসী কালবৈশাখী ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল গোটা স্কুলটি। উড়ে গিয়েছিল শ্রেণিকক্ষের টিনের চালা,ভেঙে পড়েছিল বিদ্যুতের খুঁটি। ফলে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় প্রায় দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রীর পঠনপাঠন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়ে। চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে খুদেদের ভবিষ্যৎ। স্কুল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, বিপর্যয়ের পর বিদ্যালয় সংস্কারের জন্য শিক্ষা দপ্তরে বারবার আবেদন জানানো হলেও প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো হেলদোল মেলেনি। সরকারি উদাসীনতায় যখন চারিদিকে শুধুই অন্ধকার তখন স্থানীয় কাউন্সিলর সুজিত সাহার কানে পৌঁছায় বিষয়টি। আর দেরি করেননি তিনি। শিক্ষা দফতরের ভরসায় হাত গুটিয়ে বসে না থেকে নিজের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে টাকা খরচ করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু করেন সংস্কার কাজ। বিদ্যালয়ের শিক্ষক চিত্তরঞ্জন মণ্ডল জানান, ক্লাসরুমের বেহাল দশা দেখে প্রতিদিন তাঁদের উদ্বেগ বাড়ছিল। কিন্তু কাউন্সিলরকে জানানো মাত্রই ম্যাজিকের মতো কাজ হয়েছে। আজ শুধু ক্লাসরুমের মাথায় নতুন টিনের চালাই বসেনি বরং তৈরি হয়েছে একটি পৃথক স্টোররুমও। জনপ্রতিনিধি তো অনেকেই হন কিন্তু সুজিত সাহা দেখিয়ে দিলেন সদিচ্ছা থাকলে একাই বদলে দেওয়া যায় সমাজের ছবি। তাঁর এই মানবিক উদ্যোগ আজ গোটা মালদহে প্রশংসিত।

কাজের পর কাগজ খতিয়ে দেখছেন কাউন্সিলর সুজিত সাহা।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
14 July, 2026 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

একপক্ষ ভাঙল অন্য পক্ষের বাড়িঘর, আহত কয়েকজন

বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : ফের প্রকাশ্যে বিজেপির অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। দলের দুই গোষ্ঠীর বিরোধকে কেন্দ্র করে শনিবার গভীর রাতে এক বিজেপি কর্মীর আত্মীয়ের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর এবং মারধরের অভিযোগ ঘিরে গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন স্থানীয়রাও। আক্রান্ত পরিবারের পক্ষ থেকে অণ্ডাল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এলাকায় যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, সেজন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে পুলিশ। অণ্ডালে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বিরোধ। প্রভাববিস্তারকে কেন্দ্র করে টানাপোড়েন চলছিল। একদিকে সরোজ মণ্ডলের অনুগামীরা, অন্যদিকে রবি রায়ের সমর্থকেরা। অতীতেও একাধিকবার এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে বলে দাবি স্থানীয়দের। তবে শনিবার গভীর রাতের ঘটনায় সেই বিরোধ আরও তীব্র আকার নিয়েছে। রাত প্রায় ১২টা নাগাদ রবি রায়ের অনুগামী হিসেবে পরিচিত বাবন ঘোষ, রহিত ঘোষরা হঠাৎ সরোজ মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ কর্মী অর্জুন ঘোষের কাকার বাড়িতে চড়াও হয়। অভিযোগ, অভিযুক্তরা মত্ত অবস্থায় বাড়িতে ঢুকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। এরপর আসবাবপত্র ভাঙচুর করতে থাকে। বাধা দিলে অর্জুনের কাকা ও কাকিমার ওপর হামলা চালানো হয়। তাঁরা আহত হন। হঠাৎ গভীর রাতে এমন হামলায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা ছুটে এলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং পুরো ঘটনার কথা জানিয়ে অণ্ডাল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্ত পরিবারের সদস্যরা। বাবন ঘোষ, রোহিত ঘোষ-সহ একাধিক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

এই বাড়িতেই হামলা চালিয়েছে বিজেপির আর এক দল।

প্রিন্সিপালের পদত্যাগ দাবি করে বিক্ষোভে অভিভাবকেরা

প্রথম শ্রেণির ছাত্রকে যৌননির্যাতন

স্কুলের সামনে চলছে অভিভাবকদের বিক্ষোভ।

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : চলতি সপ্তাহের শুক্রবার মেদিনীপুর শহরের একটি বেসরকারি স্কুলে যৌন নির্যাতনের শিকার হয় প্রথম শ্রেণির এক ছাত্র। ওই ছাত্রের অভিভাবকের নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তড়িঘড়ি গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত স্কুলের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি, এই অভিযোগ তুলে সোমবার সকাল থেকে বেসরকারি স্কুলের গেট বন্ধ করে অবস্থান বিক্ষোভ অভিভাবকদের। অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে স্কুলের প্রিন্সিপালকে, দাবি অভিভাবকদের। মেদিনীপুর শহরের নামজাদা বেসরকারি স্কুলে এ ধরনের ঘটনা ঘটলেও কেন স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ করল না, সে-বিষয়ে একজোট হয়ে প্রশ্ন তুলছেন অভিভাবকেরা। সোমবার সাতসকালে অভিভাবকদের স্কুল ঘেরাওয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মেদিনীপুর শহরে। প্রশ্ন উঠছে বেসরকারি স্কুলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে পরিকাঠামো যেখানে এত ভালভাবে রয়েছে সেখানে এই ধরনের ঘটনা কীভাবে ঘটে!

ডিভাইডারে গাড়ির ধাক্কা

সংবাদদাতা, ডেবরা : সোমবার সকাল থেকেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরায় মুষলধারে বৃষ্টি চলছিল। সেই সময় ডেবরার আষাড়ি এলাকায় জাতীয় সড়কের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে সার্ভিস রোডে চলে আসে একটি চারচাকার ব্যক্তিগত গাড়ি। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। তবে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচল ওই গাড়িটি। প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার কারণে দৃশ্যমানতা কম থাকায় এই দুর্ঘটনা বলে অনুমান। পরে এনএইচের টিম, ডেবরা থানা ও ডেবরা থানা ট্রাফিক বিভাগের টিম গিয়ে গাড়িটিকে উদ্ধার করে। গাড়িতে থাকা সবাই সুস্থ। কলকাতা থেকে খড়্গপুর যাওয়ার পথে ১৬ নং জাতীয় সড়কে ঘটে এই দুর্ঘটনা।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি।

সিআইএফ শিবিরের সামনে গুলিবিদ্ধ দুই, তদন্তে পুলিশ

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রামের বিনপুর থানার দহিজুড়ি এলাকায় সিআইএফ (কাউন্টার ইনসার্জেন্সি ফোর্স) শিবিরের সামনে গুলিবিদ্ধ হলেন দুই যুবক। রবিবার রাতের ঘটনা। আহতদের প্রথমে ঝাড়গ্রাম সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহত দুই যুবকের নাম শুভদীপ ঘোষ ও অমিত মণ্ডল। শুভদীপের বাড়ি বীরভূমের দুবরাজপুর থানার রামচন্দ্রপুর গ্রামে এবং অমিতের ইলামবাজার থানার ডুমরুট গ্রামে। দুজনেই বিনপুরের দহপাল এলাকার একটি বালিখাদানে কাজ করেন। রবিবার রাতে বালিখাদান থেকে মোটরবাইকে ঝাড়গ্রামে খাবার খেতে আসার পথে দহিজুড়ি সিআইএফ শিবিরের সামনে রাস্তায় একটি ফুলের তোড়া পড়ে থাকতে দেখে তাঁরা মোটরবাইক থামান। সেই সময় শিবির থেকে বেরিয়ে আসা তিন পুলিশকর্মী তাঁদের পরিচয় জানতে চান। সেই সময় আচমকাই এক পুলিশকর্মীর সার্ভিস রাইফেল থেকে পরপর কয়েক রাউন্ড গুলি ছুটে যায়। তাতে শুভদীপের ডান কাঁধে এবং অমিতের বাঁ পায়ে গুলি লাগে।

গুলিবিদ্ধ এক যুবক।

দুর্গাপুরে অবৈধ জুয়ার আসরে পুলিশের হানা, গ্রেফতার ১০

আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ধৃতদের।

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরেও কমছে না অবৈধ কারবার। ফের জুয়ার আসর থেকে গ্রেফতার ১০ জন। রাজ্য জুড়ে বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে পুলিশের অভিযান। তাতেই দুর্গাপুর-ফরিদপুর থানার ইছাপুর মুসলিমপাড়ায় অবৈধ জুয়ার আসরে হানা দিয়ে ১০ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ইছাপুর মুসলিমপাড়ায় প্রকাশ্যেই বসছিল অবৈধ জুয়ার আসর। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই জুয়ার ঠেকে শুধু এলাকার মানুষই নয়, বাইরের বিভিন্ন এলাকা থেকেও বহু লোকজন এসে জড়ো হচ্ছিল। ফলে এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপ বাড়ছিল এবং সাধারণ বাসিন্দারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন। একাধিকবার অভিযোগ উঠলেও জুয়ার আসর বন্ধ হচ্ছিল না। এরই মধ্যে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার রাতে অভিযান চালায় দুর্গাপুর-ফরিদপুর থানার পুলিশ। পুলিশের উপস্থিতি টের পেতেই আসরে থাকা ব্যক্তিরা পালানোর চেষ্টা করে। তবে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ১০ জনকে ধরে ফেলে। ধৃতদের নাম শেখ মুস্তাক, শেখ করিম, পবন সাহানি, বিক্রম মণ্ডল, রামপাল সিং, রবি দে, পিন্টু মিত্র, বৈদ্যনাথ দত্ত এবং মিলন দত্ত। ধৃতরা সকলেই দুর্গাপুর-ফরিদপুর ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। সোমবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। এই ধরনের অবৈধ জুয়ার আসর যাতে আর না বসতে পারে, সেজন্য নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

রাসায়নিক সার ও কীটনাশকে বিপদে সাদা বক

সনাতন গড়াই • দুর্গাপুর

বর্ষার জল নামতেই কাঁকসার জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ ধানখেতে চাষের ব্যস্ততা। কোথাও চলছে চারা রোপণ, কোথাও জমি তৈরি। সেই ব্যস্ততার মধ্যেই ধানচাষের জমি জুড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসছে সাদা বক। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, সবুজ ক্যানভাসে সাদা তুলির আঁচড়। এই সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে 'কৃষকবন্ধু'রা। ধানখেতে সারাদিন পোকামাকড়ের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। শুঁয়োপোকা, ঘাসফড়িং, ফড়িং, বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ এমনকি ছোট শামুক-জাতীয় প্রাণীও এদের খাদ্যতালিকায় রয়েছে। ফলে ধানের বীজের ক্ষতি করা পোকার সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে। কৃষিবিদদের মতে, প্রাকৃতিক উপায়ে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে এই পাখিদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষিজমির বাস্তুতন্ত্রকে সুস্থ রাখতে সাদাবক নীরব প্রহরীর কাজ করে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয়, এখন রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহারে এদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কীটনাশকের প্রভাবে মাঠে পোকামাকড় কমে যাওয়ায় খাদ্যের সংকটে পড়ছে সাদাবক। আবার বিষাক্ত রাসায়নিক খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে পাখিদের শরীরেও ঢুকছে। ফলে শুধু পাখিই নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে গোটা কৃষি-বাস্তুতন্ত্র। স্থানীয় কৃষকরা জানিয়েছেন, কয়েক বছর আগেও ধানখেতে শত শত সাদাবক দেখা যেত। এখনও বর্ষায় তারা আসে, তবে আগের তুলনায় সংখ্যাটা কমেছে। পক্ষিপ্রেমী অশোক রায় বলেন, আমি বিভিন্ন জায়গায় চাষীদের সচেতন করছি। সাদাবক চাষীদের বন্ধু। তারা না থাকলে বাস্তুতন্ত্রের বড় ক্ষতি হবে। ধানজমিতে বেড়ে যাবে পোকামাকড়। তাই ওদের বাঁচাতেই হবে। রাজ্য কৃষি দফতরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় সচেতনতা শিবির করা হচ্ছে। সম্প্রতি জেলাশাসক পুন্নবালম এস বলেন, কৃষিতে জৈবসারের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও প্রাকৃতিক উপায়ে চাষ করলে কোনও ক্ষতি হয় না, উল্টে জমির উর্বরতা বাড়ে।

দুর্গাপুর বনাঞ্চলের বনাধিকারিক তপোব্রত রায় বলেন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন জায়গায় সচেতনতা শিবির করা হচ্ছে।

চলন্ত স্কুটারেই চরম বচসা কনস্টেবল স্বামী এবং শিক্ষিকা স্ত্রীর মধ্যে। আচমকাই স্কুটার থামিয়ে নেমে পড়লেন দু'জনে। স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা ভাট্টিকে গুলি করে মারলেন স্বামী মণীশ ভাট্টি। সোমবার ভোরে পূর্ব দিল্লির কল্যাণপুরীর ঘটনা। এদিনই ছিল প্রিয়াঙ্কার জন্মদিন

কোন যুক্তি দেখাবেন এবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী?

বিজেপির মহারাষ্ট্রে চরম দুর্নীতি, লড়কি বহিনের টাকা পেয়েছে ২৯ হাজার পুরুষ!

মুম্বই: তৃণমূলের শাসনে বাংলায় নারীকল্যাণ প্রকল্প লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে অপপ্রচার চালিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুঠতে চেয়েছিল যে বিজেপি, মহারাষ্ট্রে ধরা পড়ে গেল সেই বিজেপি সরকারেরই মারাত্মক দুর্নীতি এবং অপকীর্তি। তথ্যের অধিকার আইনে জানা গেল মহারাষ্ট্রে অন্তত ২৯ হাজার পুরুষ নিয়মিত আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট 'লড়কি বহিন' প্রকল্পে। সরকারি কর্মী হয়েও যোজনার টাকা তুলেছেন ৮০০০ জন। বিজেপিশাসিত মহারাষ্ট্রে দুর্নীতি কতটা গভীরে শিকড় বিছিয়েছে, এই ঘটনা তারই প্রমাণ। অভিযোগ, দুর্নীতির নেপথ্যে শাসকগোষ্ঠীর মদত স্পষ্ট। যা দিনের পর দিন প্রশ্রয় পেয়েছে প্রশাসনিক গাফিলতি এবং অপদার্থতার ফলে। কী বলবেন এবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী? তিনি তো অনেক খুঁত খুঁজেছিলেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে?

তাৎপর্যপূর্ণভাবে নিজেদের অপকীর্তির পরিসংখ্যান প্রকাশ করে ফেলেছে মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকারই। লক্ষণীয়, ২০২৪এ সে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে নকল করে মহারাষ্ট্রে এই লড়কি বহিন যোজনা চালু করেছিল বিজেপি সরকার। ২১ থেকে ৬৫ বছর বয়সি মহিলাদের পরিবারের বার্ষিক আয় আড়াই লক্ষ টাকার কম হলে তাঁদের

মাসে নগদ ১৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয় এই প্রকল্পে। কিন্তু তথ্যের অধিকার আইনে উঠে আসছে এই প্রকল্পে অজস্র অনিয়মের তথ্য এবং পরিসংখ্যান। যাচাই পর্বে প্রমাণিত হয়েছে, অন্তত ১৬ লক্ষ উপভোক্তার বার্ষিক পারিবারিক আয় আড়াই লক্ষ টাকার বেশি। তবুও তাঁরা নিয়মিত পেয়ে গেছেন এই টাকা। এখানেই শেষ নয়, দেখা গেছে অন্তত ৩.৬ লক্ষ মহিলা অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের সুবিধে নিয়েও টাকা পেয়েছেন লড়কি বহিনের। ৬৫ বছর পার হওয়ার পরেও নিয়মিত এই প্রকল্পের টাকা নিয়েছেন অন্তত ১.৮ লক্ষ উপভোক্তা। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় তথ্যের অধিকার আইনে করা প্রশ্নের ভিত্তিতেই বেআব্রু হয়ে গেছে এই মারাত্মক অনিয়ম এবং দুর্নীতি এবং তা প্রকাশ্যে এনেছে মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকারই। একই সঙ্গে সাফাইও গেয়েছে তারা। নিজেদের দায় ঝেড়ে ফেলতে তারা এখন দাবি করছে, ২ কোটি ৪৩ লক্ষ উপভোক্তার মধ্যে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে ৯২ লক্ষ নাম। অসঙ্গতির কারণেই। কিন্তু সরকারি তথ্যেও ঘোরতর অসঙ্গতি, দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সরকার আগে জানিয়েছিল, যাচাইপ্রক্রিয়ার পরে বাদ পড়েছে ৮০ লক্ষ উপভোক্তার নাম। কিন্তু এখন সরকারি পরিসংখ্যানে স্পষ্ট ইঙ্গিত বাদ পড়েছে অন্তত ৯২ লক্ষ নাম। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন উঠেছে সেখানকার বিজেপি সরকারের আসল মতলব নিয়ে? সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসা, নির্বাচনের আগে মহিলাদের ভোট পেতে লড়কি বহিন চালু করে এখন তাঁরা এত নাম বাদ দিচ্ছেন কোন লজ্জায়?

ভোটার তালিকায় নাম, এবার নয়া শর্ত চাপিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন

বাধ্যতামূলক বাবা-মায়ের এসআইআর তথ্য

নয়াদিল্লি: ভোটার হওয়ার জন্য এবারে নতুন শর্ত চাপাল নির্বাচন কমিশন। ভোটার তালিকায় নাম তুলতে হলে এবার থেকে দিতে হবে বাবা-মায়ের এসআইআর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যও। অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে এই নিয়ম বাধ্যতামূলক করল নির্বাচন কমিশন। লক্ষণীয়, প্রথমবার ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য জমা দিতে হয় ফর্ম ৬। নাম কোনও কারণে বাদ গেলে নতুন করে আবেদন করতে গেলেও এই ফর্ম পূরণ বাধ্যতামূলক। এই ফর্মেই এবারে যোগ হল নতুন নিয়ম। অবশ্যই জানাতে হবে, বাবা-মায়ের নাম আগের সার-এর ভোটার তালিকায় ছিল কিনা।

বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, নতুন নিয়ম চালু হলে আরও বাড়বে জটিলতা। নির্বাচন কমিশনের আসল উদ্দেশ্য নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন অনেকেই।

কিছু যাত্রীর হাতটান, ৪ বছরে রেলের ক্ষতি হল অন্তত ১০৪.৫১ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি: অদ্ভুত প্রবণতা! নিজের মনে করে রেলের এসি কোচের কিছু যাত্রী ব্যাগে পুরে নিচ্ছেন চাদর-বালিশ-তোয়ালে। এর ফলে ২০২১-২২ থেকে ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে রেলের ক্ষতি ও ঠিকাদারদের ক্ষতি হয়েছে অন্তত ১০৪.৫১ কোটি টাকা। একটি সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে তথ্যের অধিকার আইন অনুযায়ী পাওয়া এই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। গত ৪ বছরের একশ্রেণির যাত্রীর এই প্রবণতার ফলে

উধাও এসি কোচের চাদর-বালিশ-তোয়ালে

রেলের উপর ক্রমশই চাপ বাড়ছে। তথ্যের দাবি, গত ৪ বছরে বিভিন্ন ট্রেনের অসি কোচ থেকে উধাও হয়ে গেছে মোট ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭০৪টি এইধরনের লিলেন সামগ্রী। তবে সমীক্ষা বলছে , প্রতি ১ হাজার জন যাত্রীর মধ্যে অন্তত ১ জন এভাবে চাদর-বালিশ-তোয়ালে নিয়ে যান। তাঁদের হাত টানের ফলেই কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে রেলের। সংসদে এই নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রেলমন্ত্রী নিজেও।

এক সপ্তাহে দ্বিতীয়বার, নাগাল্যান্ডে বোমা হামলায় হত অসম রাইফেলসের জওয়ান

চুমাউকেডিমা (নাগাল্যান্ড) : সন্দেহভাজন জঙ্গিদের পুঁতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন অসম রাইফেলসের এক জওয়ান। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও ৪ জন। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার নাগাল্যান্ডের চুমাউকেডিমা

গুরুতর জখম ৪ জওয়ান

এলাকায় সুকোভি গ্রামের কাছে। এক সপ্তাহের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার হামলা হল অসম রাইফেলসের উপরে। অসম রাইফেলসের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাছাকাছি এলাকায় এই ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণটি ঘটে। আহত জওয়ানদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং নিরাপত্তারক্ষীরা পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে

তল্লাশি অভিযান শুরু করেন বলে জানা গিয়েছে কোহিমা প্রতিরক্ষা বিভাগের জনসংযোগ আধিকারিক। একাধিক সূত্রে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, বিস্ফোরণে শহিদ হয়েছেন ৩ জওয়ান। রাইফেলসের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, জওয়ানরা একটি বোলেরো এসইউভি গাড়িতে করে যাওয়ার সময় এই বিস্ফোরণটি ঘটে। দুর্ঘটনাস্থলটি আসামের আন্তঃরাজ্য সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত। তবে এই ঘটনার নেপথ্যে কারা, তা নিয়ে এখনও সুনির্দিষ্ট কিছু বলেননি ওই আধিকারিকরা। তবে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যান্ডের হাত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না স্থানীয়রা। এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে উত্তর-পূর্বে আসাম রাইফেলস কর্মীদের লক্ষ্য করে এটি দ্বিতীয় হামলার ঘটনা। এর আগে গত ৬ জুলাই মণিপুরের উখরুল জেলায় সন্দেহভাজন জঙ্গিরা আসাম রাইফেলসের একটি কনভয়ে অতর্কিত হামলা চালায়, যার ফলে ৪০তম ব্যাটালিয়নের দুই কর্মী নিহত হন। সেই হামলার পর দু-পক্ষের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ধরে গুলি বিনিময় চলে।

গবাদি পশু হত্যা, হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি : তামিলনাড়ুতে গো-হত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়ার বিষয়ে মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায়ে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ তামিলনাড়ু সরকারের আবেদনের প্রেক্ষিতে ওই রায়ের কার্যকর করা স্থগিত রাখার পাশাপাশি কেন্দ্র-সহ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে নোটিশ জারি করেছে। তামিলনাড়ু সরকারের পক্ষে আদালতে হাজির ছিলেন আইনজীবী ড. এ এম সিংভি এবং অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল প্রশান্ত সেন। গত ২৭ মে মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি জি আর স্বামীনাথন ও

তামিলনাড়ু

বিচারপতি ভি লক্ষ্মীনারায়ণের বেঞ্চ এক জনস্বার্থ মামলার রায়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন, বকরি ইদের আগের দিন বা বছরের অন্য যে কোনও দিন রাজ্যে কোনও গরু বা বাছুর জবাই করা যাবে না। কোয়েম্বাটুরের বাসিন্দা কে সূর্য ওরফে কে সূর্য প্রশান্ত দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় মূল দাবি ছিল, জনসমক্ষে গবাদি পশু জবাই বন্ধ করতে এবং চলতি আইন কঠোরভাবে কার্যকর করতে নির্দেশ দেওয়া হোক। কিন্তু তামিলনাড়ু সরকার সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে, হাইকোর্ট মামলার পরিধি ছাড়িয়ে এমন নির্দেশ দিয়েছে, যা আবেদনকারী কখনও চাননি। সরকারের দাবি, আবেদনকারী শুধু অনুমোদিত কসাইখানার বাইরে পশু জবাই বন্ধ এবং প্রচলিত আইন কার্যকরের নির্দেশ চেয়েছিলেন।

দেশ বিদেশ

14 July, 2026 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফের জেন-জি বা তরুণ প্রজন্মের বিক্ষোভের আঁচে উত্তপ্ত নেপাল। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে বলেন্দ্র শাহের সরকার। এই বিক্ষোভের নেপথ্যে রয়েছে পুলিশের অতিসক্রিয়তা এবং এক বাইকচালকের আত্মহত্যার ঘটনা

নাগরিকত্ব নির্ণয়ে ন্যায্য প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন

গুয়াহাটি হাইকোর্টের ২৭ রায় বাতিল করে বলল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি : নাগরিকত্ব নির্ধারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ন্যায্য, আইনসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক বলে রায় দিয়েছে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার এক গুরুত্বপূর্ণ রায়ে গুয়াহাটি হাইকোর্টের ২৭টি রায় বাতিল করে সর্বোচ্চ আদালত সংশ্লিষ্ট সব মামলাকে নতুন করে শুনানির জন্য ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে ফেরত পাঠিয়েছে। এদিন বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ জানিয়েছে, একজন ব্যক্তির নাগরিকত্ব নির্ধারণের প্রশ্নটি সাংবিধানিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই শুধু একতরফা (এক্সপার্টি) প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে কাউকে বিদেশি ঘোষণা করা গ্রহণযোগ্য নয়, যদি না পুরো প্রক্রিয়াটি ন্যায্য, আইনসম্মত এবং যুক্তিসঙ্গত ভাবে সম্পন্ন হয়।

এর আগে গুয়াহাটি হাইকোর্ট ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের রায় বহাল রেখে আবেদনকারীদের বিদেশি ঘোষণা করেছিল। আদালত বলেছিল, নোটিশ পাওয়ার পরও আবেদনকারীরা ট্রাইব্যুনালে হাজির হননি এবং কোনও লিখিত জবাব, নথি বা প্রমাণও জমা দেননি। ফলে ট্রাইব্যুনালের কাছে রেফারেন্স বহাল রাখা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। হাইকোর্ট ১৯৪৬ সালের ফরেনার্স আইনের

৯ নম্বর ধারার উল্লেখ করে জানায়, ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের দায় সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপরই বর্তায়। মামলার মূল বিতর্ক ছিল, আদালতে অনুপস্থিত থাকার কারণে একতরফাভাবে কাউকে বিদেশি ঘোষণা করে তার নাগরিকত্বের অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় কি না, বিশেষ করে যখন তার কাছে ভারতীয় নাগরিকত্বের দাবির পক্ষে সরকারি নথি রয়েছে। এই আইনি লড়াইয়ের সূত্রপাত ১৯৯৭ সালের ৯ মে। সে সময় অবৈধ অভিবাসী (ডি) ট্রাইব্যুনাল সবিত্রী দে ও তার স্বামী শম্ভু দে-কে আদালতে হাজির না হওয়ায় অবৈধ অভিবাসী ঘোষণা করে। আবেদনকারীদের দাবি, তারা মামলার বিষয়ে কিছুই জানতেন না এবং ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত মূলত তদন্ত কর্মকর্তার শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছিল, যথার্থ প্রমাণের ভিত্তিতে নয়। তাদের দাবি, ২০১৯ সালে তারা প্রথম জানতে পারে যে ১৯৯৭ সালেই তাদের বিরুদ্ধে ওই আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এরপর তাঁরা গুয়াহাটি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। সেখানে তাঁরা যুক্তি দেন, আইনি সহায়তা বা অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ না করায় সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে নিশ্চিত ন্যায্য বিচার ও সুবিচার পাওয়ার অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। তবে ২০২০ সালে গুয়াহাটি হাইকোর্ট তাদের আবেদন খারিজ করে দেয়। আদালত মন্তব্য করে, ১৯৯৭ সালের আদেশ চ্যালেঞ্জ করতে ২৩ বছর অপেক্ষা করা আবেদনকারীদের চরম অবহেলার পরিচায়ক। সুপ্রিম কোর্টের এদিনের রায়ে স্পষ্ট করা হয়েছে, নাগরিকত্ব নির্ধারণের মতো মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে শুধুমাত্র প্রক্রিয়াগত কারণে কোনো ব্যক্তির দাবি খারিজ করা উচিত নয়। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, সংশ্লিষ্ট ২৭টি মামলায় ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল নতুন করে শুনানি নিয়ে আবেদনকারীদের নথিপত্র, প্রমাণ এবং বক্তব্য বিবেচনা করে আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই রায় ভবিষ্যতে নাগরিকত্ব সংক্রান্ত মামলায় ন্যায্য বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

দেশে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি

জুনে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়ে ৪.৩৮ শতাংশ

নয়াদিল্লি: মে মাসের চেয়ে জুন মাসে দেশের খুচরো মুদ্রাস্ফীতির গ্রাফ এক ধাক্কায় অনেকটাই ঊর্ধ্বমুখী হল। সোমবার 'মিনিস্ট্রি অব স্ট্যাটিস্টিকস অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন' দ্বারা প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতে মে মাসে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার ৩.৯৩ শতাংশ থাকলেও জুন মাসে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৩৮ শতাংশে পৌঁছেছে। এর ফলে গত পাঁচ মাসের মধ্যে এই প্রথমবার মুদ্রাস্ফীতির হার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার বেঁধে দেওয়া মাঝারি মেয়াদের ৪ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রাকে অতিক্রম করে গেল। উপভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিআই) ভিত্তিক এই মুদ্রাস্ফীতি অবশ্য আরবিআইয়ের সহনশীলতার ঊর্ধ্বসীমা

সামাজিক সুরক্ষা এবং অন্যান্য বিবিধ সামগ্রী ও পরিষেবায় ১৬.৭২ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি নথিভুক্ত হয়েছে। আবাসন ক্ষেত্রে জুনে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ২.১০ শতাংশ, যার মধ্যে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে এই হার যথাক্রমে ২.৬৬ শতাংশ এবং ১.৯০ শতাংশ। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বেশ কিছু খাদ্যপণ্যের দাম আকাশছোঁয়া গতিতে বেড়েছে। যেমন, আদার মুদ্রাস্ফীতি মে মাসের ৩২.৫০ শতাংশ থেকে লাফিয়ে জুনে ৫০.৪১ শতাংশ হয়েছে। টম্যাটোর মুদ্রাস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৩১.৯২ শতাংশে এবং কিশমিশ ওমুনাক্কার ক্ষেত্রে এই হার ২০.৫২ শতাংশ। পাশাপাশি, মুদ্রাস্ফীতির চাপ বাড়াতে বড় ভূমিকা নিয়েছে মূল্যবান ধাতু। রুপোর গহনার

৫ মাসে প্রথম পেরোল আরবিআইয়ের লক্ষ্যমাত্রা

অর্থাৎ ২ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে রয়েছে, তবে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ার কারণে মে মাসের তুলনায় জুনে এই বৃদ্ধি বেশ আশঙ্কাজনক। কনজিউমার ফুড প্রাইস ইনডেক্স (সিএফপিআই) অনুযায়ী, খাদ্যপণ্যের মুদ্রাস্ফীতি মে মাসের ৪.৭৮ শতাংশ থেকে বেড়ে জুনে ৫.৩২ শতাংশ হয়েছে। এর মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় খাদ্যপণ্যের মুদ্রাস্ফীতি ৫.৪৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৫.০৯ শতাংশ রেকর্ড করা হয়েছে। সামগ্রিক স্তরে, গ্রামীণ মুদ্রাস্ফীতি মে মাসের ৪.২৫ শতাংশ থেকে বেড়ে জুনে ৪.৭৪ শতাংশ হয়েছে এবং শহরাঞ্চলে এই হার ৩.৫৩ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৯২ শতাংশে। চলতি ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসের পর এই প্রথম হেডলাইন বা সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতি আরবিআইয়ের ৪ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা পার করল।

এর আগে গত জানুয়ারি মাসে খুচরো মুদ্রাস্ফীতি কমে ২.৭৪ শতাংশে নেমেছিল, যা পরবর্তীতে ধাপে ধাপে বেড়ে ফেব্রুয়ারিতে ৩.২১ শতাংশ, মার্চে ৩.৪০ শতাংশ, এপ্রিলে ৩.৪৮ শতাংশ এবং মে মাসে ৩.৯৩ শতাংশে পৌঁছয়। ব্যয়ের প্রধান ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে জুনে খাদ্য ও পানীয়ের মুদ্রাস্ফীতি ছিল ৫.০৫ শতাংশ, পরিবহণে ৪.৩১ শতাংশ, শিক্ষা পরিষেবায় ৩.৩৪ শতাংশ এবং রেস্তোরাঁ ও আবাসন পরিষেবায় ৬.৯১ শতাংশ। এছাড়া ব্যক্তিগত পরিচর্যা, ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি রেকর্ড ১৩৩.২১ শতাংশে পৌঁছেছে এবং সোনা, হিরে ও প্ল্যাটিনামের গহনার ক্ষেত্রে এই হার ৩৬.৮২ শতাংশ। উল্টোদিকে, গত বছরের তুলনায় আলুর দাম অনেকটাই কম থাকায় এর মুদ্রাস্ফীতি মাইনাস ২০.৩৪ শতাংশে নেমেছে। মোটরের মুদ্রাস্ফীতি মাইনাস ৯.৬৭ শতাংশ নথিভুক্ত হয়েছে। মোটর গাড়ি ও জিপ, জিরে এবং মোটরবাইক বা স্কুটারের দামও এই সময় নিম্নমুখী ছিল। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর নিরিখে, ৫০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট রাজ্যগুলোর মধ্যে তেলেঙ্গানায় খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার সবচেয়ে বেশি (৬.৩৬ শতাংশ) দেখা গেছে। এর পরেই রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ ও পুদুচেরি, যেখানে এই হার ৫.৩৯ শতাংশ। তামিলনাড়ুতে মুদ্রাস্ফীতি ৫.২৪ শতাংশ এবং ওড়িশায় ৫.১৫ শতাংশ। অন্য দিকে, দেশের মধ্যে অন্যতম সর্বনিম্ন মুদ্রাস্ফীতির ধারা বজায় রেখেছে দিল্লি, সেখানে জুনে খুচরো মুদ্রাস্ফীতি ছিল মাত্র ২.৯৬ শতাংশ। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে থাকা এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ধারা বজায় রাখার যুক্তিতে আরবিআই বছরের প্রথমার্ধে রেপো রেট মোট ১০০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়েছিল। ফলে, বর্তমান পরিস্থিতিতে মুদ্রাস্ফীতির এই নতুন পরিসংখ্যানের ওপর নীতি-নির্ধারক এবং শেয়ার বাজার দুই পক্ষেরই কড়া নজর থাকবে।

কেন্দ্র, যোগী সরকার ও মন্দির ট্রাস্টকে নোটিশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

রামমন্দিরের অনুদানে আর্থিক অনিয়ম

নয়াদিল্লি: অযোধ্যার রামমন্দির নির্মাণে জনসাধারণের অনুদান ব্যবহারে বিপুল আর্থিক অনিয়ম ও তছরুপের অভিযোগের তদন্তে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) তদন্তের দাবি জানিয়ে দায়ের হওয়া একগুচ্ছ জনস্বার্থ মামলায় কেন্দ্র, উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টকে নোটিস জারি করেছে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত। একইসঙ্গে, উত্তরপ্রদেশ সরকারের গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দলকে (এসআইটি) তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ সোমবার এই নির্দেশ দেয়। আদালত জানায়, এসআইটির বর্তমান সদস্যদের গঠন সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য স্ট্যাটাস রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে। আদালতের শুনানিতে অন্তত তিনটি জনস্বার্থ মামলা একসঙ্গে বিবেচনা করা হয়। এর মধ্যে আইনজীবী অজয়কুমার রায় ও দীনেশ কুমার যাদবের দায়ের করা একটি আবেদনে শ্রী রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট, উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং কেন্দ্রকে বিবাদী করা হয়েছে। আবেদনকারীদের অভিযোগ, রামমন্দির নির্মাণের জন্য সংগৃহীত জনসাধারণের অনুদানের অর্থ অসাধুভাবে আত্মসাৎ, অন্য খাতে সরিয়ে নেওয়া এবং তছরুপের অভিযোগ রয়েছে। তাই নিয়মিত ফৌজদারি মামলা দায়ের করে একটি স্বাধীন ও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তদন্ত প্রয়োজন। বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ সরকারের গঠিত একটি এসআইটি অভিযোগগুলোর তদন্ত করছে। তবে আবেদনকারীদের দাবি, জটিল আর্থিক অনিয়মের তদন্ত পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ফরেনসিক সক্ষমতা ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামো এসআইটির নেই। পাশাপাশি, কোনো এফআইআর দায়ের ছাড়াই তদন্ত শুরু হওয়ায় ভবিষ্যতে তদন্তের প্রমাণমূল্য আইনি প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে বলে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

এই সংক্রান্ত আবেদনে তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানমের ভেজাল ঘি-সংক্রান্ত মামলার উদাহরণও তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে ২০২৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারের এসআইটির পরিবর্তে সিবিআইয়ের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন বহুমুখী তদন্তকারী দল গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নজির অনুসরণ করে বর্তমান মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। এছাড়া মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারকে অনুদান নিবন্ধনপত্র, হিসাবের খাতা, ব্যাংক নথি, সিসিটিভি ফুটেজ, সফটওয়্যার ডেটাবেস এবং অন্যান্য আর্থিক ও ইলেকট্রনিক নথি সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়ার আবেদনও জানানো হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নোটিশের পর এখন কেন্দ্র, উত্তরপ্রদেশ সরকার, রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট এবং এসআইটির স্ট্যাটাস রিপোর্টের ভিত্তিতে মামলার পরবর্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

জাপানের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যাওয়া একটি আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে সোনার সন্ধান পেয়েছেন দেশের গবেষকেরা। এই সোনা মূলত সমুদ্রের তলদেশের বিভিন্ন খনিজ উপাদানের ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে

প্লেগ-রহস্য

নথি অনুযায়ী মহামারী প্লেগের সবচেয়ে বিধ্বংসী রূপ দেখা গিয়েছিল 'ব্ল্যাক ডেথ'-এর সময় ইউরোপে। মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে মারাত্মক প্রকোপ বলে মনে করা হয় একে। বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল এর আগে প্লেগ তেমন ভয়াবহ ছিল না। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু গবেষণা ভেঙে দিয়েছে সেই রহস্য। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

প্লেগ এক মহামারী। ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস নামক একটি ব্যাকটেরিয়া এই রোগের জন্য দায়ী। সংক্রমিত মাছি আর ইঁদুর থেকে ছড়ায় প্লেগ রোগ। এখন প্লেগ শুনলে যতটা সরল মনে হয় একটা সময় তা ছিল না। এই প্লেগ রোগ নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা চলে আসছে। প্রায় সাড়ে ৫ হাজার বছর আগে সাইবেরিয়ার বৈকাল হ্রদ অঞ্চলে ইতিহাসের প্রাচীনতম প্লেগ মহামারীর সন্ধান পেয়েছেন গবেষকরা। তাঁরা বলছেন, ওই এলাকার চারটি সমাধিস্থলে পাওয়া দেহাবশেষ থেকে প্রাচীন ডিএনএ পরীক্ষা করে প্লেগ জীবাণু 'ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস'-এর সবচেয়ে পুরনো স্ট্রেইন-এর সন্ধান মিলেছে। নতুন এই গবেষণা মানবজাতির ইতিহাসে অন্যতম প্রভাব ফেলা এ রোগের উৎপত্তি এবং তার প্রভাব সম্পর্কে দীর্ঘদিনের ধারণা পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। নথিপত্র বলছে ঐতিহাসিক দলিলের চেয়েও বেশি সময় ধরে এই রোগটির অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল যা জুনোটিক অর্থাৎ প্রাণী থেকে মানুষে ছড়ায়। প্রচলিত ধারণা ছিল এই জীবাণুর প্রাচীনতম স্ট্রেনগুলোর মধ্যে রোগ ছড়ানোর ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল না কিন্তু পরবর্তী গবেষণাগুলো বলেছে অন্যকথা। মোট ৪৬টি কঙ্কাল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। তাতে দেখা যায় এর ১৮টির মধ্যেই প্লেগের ব্যাকটেরিয়া রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন নমুনাটি ৫,৫০০ বছরেরও বেশি পুরনো। সেই ব্যাকটেরিয়ার স্ট্রেনটির ক্ষমতা 'ব্ল্যাক ডেথ'-এর সময়ের মহামারীর সংক্রমণের হারের প্রায় সমান অর্থাৎ এর থেকে প্রমাণিত হয়েছে শুরু থেকেই প্লেগ বিধ্বংসী এবং এই জীবাণু বারংবার মানুষের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে অতি ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলেছে। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তিনটে বড় মহামারী।

জাস্টিনিয়ান প্লেগ

৫০০০ বছর আগে থেকে টিকে যাওয়া প্লেগ রোগ তিনবার বড় মহামারী আকারে ছড়িয়ে ছিল। প্রথমটা ছিল জাস্টিনিয়ান প্লেগ। (৫৪১-৭৫০ খ্রিঃ) বাইজান্টাইন সম্রাট প্রথম জাস্টিনিয়ানের নামানুসারে এর নামকরণ হয়েছিল। এই সময়সীমার মধ্যে এটিই ছিল ইতিহাসের প্রথম নথিভুক্ত প্লেগ মহামারী। এটি ৫৪১ থেকে ৫৪২ খ্রিস্টাব্দে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে (বর্তমান ইস্তাম্বুল) আঘাত হানে। ইঁদুরের গায়ে থাকা মাছির মাধ্যমে এই রোগটি ছড়িয়েছিল। যা রোমান সাম্রাজ্যের প্রায় আড়াই কোটি থেকে পাঁচ কোটি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল। এর ভয়াবহতা এতটাই বেশি ছিল যে, কনস্টান্টিনোপলে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ থেকে দশ হাজার মানুষ মারা যেত। মৃতদেহ রাখার জায়গা না পেয়ে শহরের দেওয়ালের টাওয়ারগুলো লাশে ভরে ফেলা হয়েছিল।
ইজিপ্ট বা মিশর থেকে আসা বাণিজ্যতরীর মাধ্যমে এই রোগটি ছড়িয়ে পড়েছিল। বিউবনিক প্লেগেরই স্ট্রেন কাজ করেছিল এই মহামারীর ক্ষেত্রে। এতে শরীরের লসিকাগ্রন্থিগুলো ফুলে যায়। এই

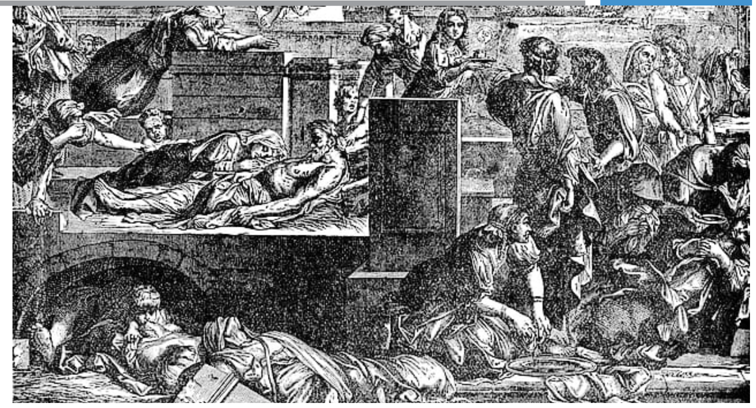

বিউবনিক প্লেগের আরও এক বিধ্বংসী রূপের দেখা মেলে ইউরোপে।

ব্ল্যাক ডেথ (১৪শ শতাব্দী)

১৩৪৭ সালের অক্টোবর মাসে যখন কৃষ্ণসাগর থেকে আসা ১২টি জাহাজ সিসিলির মেসিনা বন্দরে নোঙর করে। ঘাটে জড়ো হওয়া লোকেরা তখন এক ভয়াবহ দৃশ্য চাক্ষুষ করল। জাহাজগুলোর বেশিরভাগ নাবিকই মৃত ছিল এবং যারা তখনও জীবিত ছিল তারা গুরুতর অসুস্থ ছিল ও তাদের শরীর থেকে রক্ত ও পুঁজ ঝরছিল এবং কালো ফোঁড়ায় ঢাকা ছিল। সিসিলির কর্তৃপক্ষ দ্রুত মৃত্যুর জাহাজ নাম দিয়ে জাহাজগুলোকে বন্দর থেকে বের করে দেওয়ার আদেশ দেয়, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী পাঁচ-ছ বছরে 'ব্ল্যাক ডেথ' ইউরোপে ২ কোটিরও বেশি মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়— যা ছিল মহাদেশটির মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে মারাত্মক মহামারী রূপে বর্ণিত এই 'ব্ল্যাক ডেথ'। সমগ্র ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে এটা। এই প্লেগ রোগে আক্রান্ত হবার পর মানুষের চামড়ায় কালো দাগ হয়ে যেত বলেই একে 'ব্ল্যাক ডেথ' বা 'কৃষ্ণ মৃত্যু' বা 'কালো মৃত্যু' বলা হয়। বাণিজ্যকারী জাহাজে থাকা ইঁদুরের মাধ্যমেই এটি এক দেশ থেকে অন্যদেশে ছড়ায়। এই প্লেগে আক্রান্ত ব্যক্তির কুঁচকি, বগল বা ঘাড়ের লিম্ফ নোড বা গ্রন্থিগুলো ফুলে যন্ত্রণাদায়ক টিউমার তৈরি হত। এছাড়াও প্রচণ্ড জ্বর, মাথাব্যথা এবং ত্বকের নিচে রক্তক্ষরণের কারণে শরীর কালো হয়ে যেত। বিউবনিক প্লেগের এই তুতো স্ট্রেন খুব দ্রুত বাতাস ও শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে ছড়িয়েছিল।

তৃতীয় প্লেগ মহামারী চিনে

তৃতীয় বৃহৎ এবং বিধ্বংসী প্লেগ মহামারী শুরু হয়েছিল ১৮৯৪ সালে চিনের দক্ষিণ-পশ্চিমে ইউনান প্রদেশে আজকের কোভিড ১৯-এর মতোই। এটি প্রধানত ইঁদুরের গায়ের মাছি এবং তারপর মানুষের থেকে অন্য মানুষে ছড়ায়। চিন থেকে এই বিউবনিক প্লেগ কিছু মাসের মধ্যে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছিল এই প্লেগ। জলপথে জাহাজের সংক্রমিত ইঁদুরের মাধ্যমে তা প্রথমে পৌঁছয় ভারতের মুম্বই শহরে ১৮৯৬ সালে। সেখানকার মানুষকে পর্যুদস্ত করে রোগটি এসে পৌঁছয় বাংলায়। এই পর্বে গোটা বিশ্বের প্রায় ১৫ মিলিয়ন মানুষ মারা যায় প্লেগ রোগে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে মহামারীটি ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সক্রিয় ছিল।

ব্ল্যাক ডেথ-এর সময় প্লেগ রোগের যাঁরা চিকিৎসা করতেন, তাঁদের বলা হত 'প্লেগ ডক্টর'। এই চিকিৎসকেরা পরতেন অদ্ভুত পোশাক। অদ্ভুত না বলে কিম্ভূতকিমাকার কিংবা ভয়ংকর বললেও ভুল হবে না। তাঁরা মুখে পরতেন পাখির ঠোঁটের মতো একধরনের মুখোশ। গায়ে থাকত লম্বা, কালো আলখাল্লা। হাতে বিচিত্র দস্তানা। মাথায় কালো ক্যাপ। আর ওই মুখোশের ভেতর থাকত নানান ধরনের ভেষজ উপাদান। তাঁদের ধারণা ছিল, এর ফলে তাঁরা প্লেগ থেকে সুরক্ষিত থাকবেন।

ব্ল্যাক ডেথ মহামারী শেষ হয় চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ব্ল্যাক ডেথ ইউরোপ ও এশিয়ার সামাজিক কাঠামো ভেঙে ফেলেছিল। অনেক পরিবার হয়েছিল নিশ্চিহ্ন। অনেক শহর পরিণত হয়েছিল ধ্বংসস্তূপে। তবে প্লেগ রোগটি আজও সম্পূর্ণ নির্মূল হয়নি। প্রতি শতাব্দীতেই এই রোগে কিছু মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রতিবছর দুনিয়াজুড়ে গড়ে এক-তিন হাজার মানুষ প্লেগে আক্রান্ত হয়।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছবিতে বিশ্বকাপ

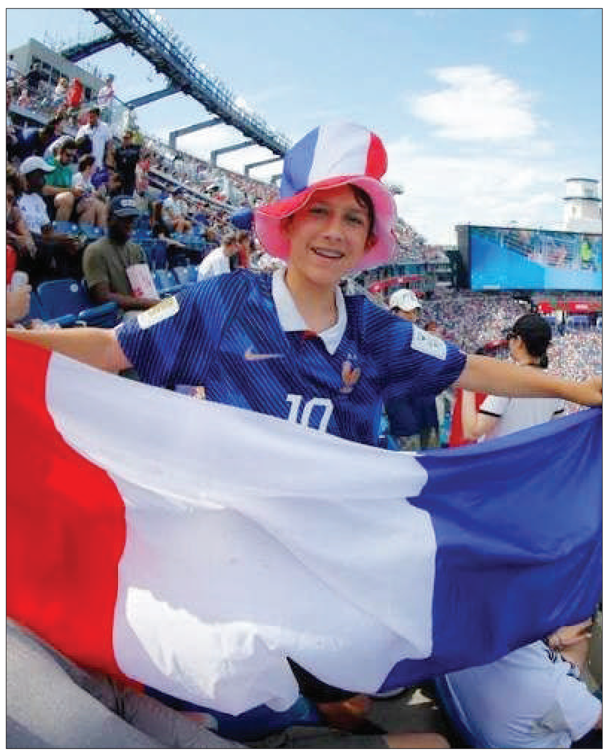

নেটে বাড়তি উদ্যম রোহিতের, এজবাস্টনে আজ প্রথম ম্যাচ

বার্মিংহাম, ১৩ জুলাই : অফ সাইডে ফিল্ডার রেখে রোহিত শর্মা ওপেন নেট সেশন করলেন প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে। ম্যাচ সিচুয়েশন ধরে নিয়ে তিনি ফিল্ডারদের মধ্যে দিয়ে বারবার চার গলালেন। কাছেই ছিলেন স্পিন বোলিং কোচ সাইরাজ বাহুতুলে। এক মুম্বইকর আরেক মুম্বইকরের ব্যাটিংয়ে সন্তুষ্টই মনে হয়েছে অনেকের।

এজবাস্টনে মঙ্গলবার প্রথম একদিনের ম্যাচ। রোহিত-বিরাট খেলবেন বলে তুমুল হাইপ উঠেছে এই ম্যাচ নিয়ে। প্রবাসী ভারতীয়রা মাঠে ভিড় জমাবেন। তার প্রমাণ পাওয়া গেল প্র্যাকটিসে। আগেরদিন বিরাট কোহলি ক্লাস নিয়েছেন শুভমনের। ইংল্যান্ড খুব কঠিন জায়গা। তার উপর হ্যারি ব্রুকরা টি ২০ সিরিজ ৪-০-তে জিতে এসেছেন। কিন্তু এবার সেটা সহজ হবে না। বিরাট, রোহিত, রাহুল, বুমরা এসে যাওয়ায় ওজন অনেক বেড়েছে ভারতীয় দলের।

রোহিত এই সিরিজ নিয়ে ভীষণ সিরিয়াস। আগেই চলে এসে স্থানীয় ক্লাবে প্র্যাকটিস করেছেন। দলের সঙ্গে প্র্যাকটিসে প্রায় সওয়া ঘণ্টা ব্যাট করলেন। এরসঙ্গে চলল থ্রো ডাউন প্র্যাকটিস। তার আগে ঘণ্টা দুয়েক ফিজিক্যাল ট্রেনিং, ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপের সঙ্গে শার্প ক্যাচিং। তবে একা রোহিত নন, লম্বা সময় নেটে কাটিয়েছেন বিরাট, রাহুল, শুভমনও। তাঁরা বুমরা, গুরনুর ব্রার, কুলদীপকে খেলেছেন। ডেকে নেওয়া হয়েছিল স্থানীয় বোলারদেরও।

এজবাস্টনে প্রথম একদিনের ম্যাচের আগে সতীর্থদের সঙ্গে প্রস্তুতি বিরাট-রোহিতের।

২০২৭ বিশ্বকাপের দিকে তাকিয়ে আছে বিরাট ও রোহিত। বিরাটকে নিয়ে সংশয় না থাকলেও রোহিতের ফর্ম ও ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সেটা রোহিত জানেন আর তার জন্য বাড়তি উদ্যোগ নিয়েছেন। তবে এই এজবাস্টনে রোহিতরা এত খেলেছেন যে নাড়িনক্ষত্র সব জানেন। এই মাঠের উইকেট মোটামুটি ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি হলেও গতি আর বাউন্স আছে। পরের দিকে স্পিনাররা সুবিধা পায়। হাজার পঁচিশেক লোক ধরে এই মাঠে। মঙ্গলবার যার অনেকটাই হয়তো ভরিয়ে দেবেন প্রবাসী ভারতীয়রা।

হর্ষিত রানা এই সিরিজে নেই। নতুন করে চোট পেয়েছেন তিনি। ফলে বোলিংয়ে একটা ধাক্কা লেগেছে। ইংল্যান্ডের ব্যাটিং বেশ শক্তিশালী। অধিনায়ক বাটলার ছাড়াও রয়েছেন ব্রুক, রুট, ডাকেট, ব্যান্টন। অলরাউন্ডার ডসন, কারেন, বেথেল, কোলস। এরপর ফাস্ট বোলাররা হলেন, জোফ্রা, সাকিব, টাং, অ্যাটকিনসন। সঙ্গে দুই স্পিনার আদিল রশিদ ও রেহান আহমেদ। সবমিলিয়ে শক্তিশালী দল। ভারতের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ।

ট্রফি নিয়ে উৎসব ভারতীয় দলের। সোমবার লর্ডসে।

ঐতিহাসিক টেস্ট জয় হরমনপ্রীতদের

লর্ডস, ১৩ জুলাই : টি-২০ বিশ্বকাপের ব্যর্থতা কাটিয়ে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন হরমনপ্রীত কৌররা। লর্ডসে আয়োজিত মহিলাদের প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডকে ২৭০ রানে হারিয়ে ইতিহাসে স্থান করে নিলেন ভারতীয় মেয়েরা। ১৯৮৪ সাল থেকে লর্ডসে টেস্ট ক্রিকেট হচ্ছে। তবে ঐতিহ্যশালী মাঠের ১৪১ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার বসেছিল মহিলাদের টেস্ট ম্যাচ। সেই অর্থে হরমনপ্রীতদের এই জয় ঐতিহাসিক।

ভারতের দেওয়া ৪৫৭ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে, গতকালই ৬ উইকেট খুইয়ে বসেছিল ইংল্যান্ড। সোমবার ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ভারতীয় বোলাররা গুটিয়ে দেন ১৮৬ রানে। স্নেহ রানা নেন ৪ উইকেট। ২টি করে উইকেট পান ক্রান্তি গৌড়, দীপ্তি শর্মা ও সায়লি সাতঘরে। ইংল্যান্ডের হয়ে কিছুটা লড়াই করেন অ্যামি জোন্স (৫৪ রান) ও সোফি একলেস্টোন (৫০ রান)। দু'ইনিংস মিলিয়ে ৭ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা ক্রান্তি।

হরমনপ্রীতদের ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ের সাক্ষী থাকতে এদিন লর্ডসে উপস্থিত ছিলেন শচীন তেন্ডুলকর। দিনের খেলা শুরুর আগে ভারতীয় ক্রিকেটারদের পেপ টক দেন শচীন। পরে হরমনপ্রীতদের অভিনন্দন জানিয়ে শচীন লেখেন, প্রত্যেক ক্রিকেটারের স্বপ্ন থাকে লর্ডসে খেলা। অসাধারণ টেস্ট জয়ের জন্য ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন।

সিএসকে-ফ্লেমিং এবার ছাড়াছাড়ি

চেন্নাই, ১৩ জুলাই : চেন্নাই সুপার কিংসের কোচের পদ ছাড়লেন স্টিফেন ফ্লেমিং। ২০০৯ সালে মহেন্দ্র সিংহ ধোনিদের কোচ হয়েছিলেন তিনি। ২০২৬ সাল পর্যন্ত সামলেছেন সেই দায়িত্ব। ১৮ বছরের সেই সম্পর্কে ইতি টানলেন তিনি। সোমবার এক বিবৃতিতে চেন্নাই ফ্র্যাঞ্চাইজি জানিয়েছে, চেন্নাই সুপার কিংস ও প্রধান কোচ ফ্লেমিং যৌথ ভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একসঙ্গে আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দল তৈরি করেছিলাম আমরা। চেন্নাইকে আইপিএলের সফলতম দল তৈরি করার জন্য ধন্যবাদ। ফ্লেমিংয়ের কোচিংয়ে ১১টি ফাইনাল খেলেছে চেন্নাই সুপার কিংস। তার মধ্যে ১০টি আইপিএলে। একটি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। মোট ছ'টি ট্রফি জিতিয়েছেন ফ্লেমিং। পাঁচটি আইপিএলের পাশাপাশি একটি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও জেতেন ধোনিরা।

হারের ছাপ পড়বে না, দাবি গিলের

বার্মিংহাম, ১৩ জুলাই : সদ্যসমাপ্ত টি-২০ সিরিজে ইংল্যান্ডের কাছে বিধ্বস্ত হতে হয়েছে টিম ইন্ডিয়াকে। মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে একদিনের সিরিজ। তার আগে সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে এসে শুভমন গিল স্পষ্ট জানালেন, টি-২০ সিরিজের খারাপ ফলের কোনও প্রভাব পঞ্চাশ ওভারের সিরিজে পড়বে না।

ভারত অধিনায়কের বক্তব্য, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ফরম্যাট। পরিবেশও আলাদা। তাই টি-২০ সিরিজের কোনও প্রভাব পড়বে না বলেই আমার ধারণা। সবথেকে বড় কথা, আমাদের দল জানে তাদের লক্ষ্যটা ঠিক কী। রবিবার ভারতীয় নেটে দেখা গিয়েছিল, শুভমনের সঙ্গে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে আলাদা করে কথা বলছেন বিরাট কোহলি। এই প্রসঙ্গে শুভমন বলছেন, আমাদের মধ্যে টিম কম্বিনেশন নিয়ে কথা হচ্ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় কোন কম্বিনেশন দলের জন্য সবথেকে ভাল হয়, সেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কোন প্লেয়ার ওখানে ভাল করবে, অথচ এই দলে নেই। কোন স্পিনার, কোন অলরাউন্ডার বা কোন বোলাররা ওখানকার পরিবেশে সফল হবে। এসব নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল।

প্রসঙ্গত, আগামী বছর দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে বসবে একদিনের বিশ্বকাপের আসর। শুভমন স্পষ্ট করে না বললেও, সম্ভবত তা নিয়েই বিরাটের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

ডুরান্ডের প্রস্তুতি শুরু ইস্টবেঙ্গলের

প্রতিবেদন : হেড কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস এখনও এসে পৌঁছননি। রিজার্ভ দলের কোচ বিনো জর্জের অধীনে সোমবার যুবভারতীতে ভারতীয় ফুটবলারদের নিয়ে ডুরান্ড কাপের প্রস্তুতি শুরু করল ইস্টবেঙ্গল। নতুন সই করা রোহিত দানু, দানিশ ফারুখ, ফুরবা লেপচাদের সঙ্গে পিভি বিষ্ণু, জেসিন টিকেরাও ছিলেন অনুশীলনে। ঘণ্টাখানেকের অনুশীলনে প্রথম দিন রিহ্যাব ও ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ে জোর দেওয়া হয়। কোচ হাবাসের ভিসা সংক্রান্ত কাগজপত্র জমা হয়ে গিয়েছে। হাতে ভিসা পেলেই শহরে চলে আসবেন। সূত্রের খবর ইস্টবেঙ্গলের নতুন চার বিদেশিও চূড়ান্ত।

নামছে মহামেডান : মঙ্গলবার নিজেদের মাঠে কলকাতা লিগে অভিযান শুরু করছে মহামেডান। প্রতিপক্ষ রেনবো। অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মিশ্রণে গড়া দল নিয়ে লিগে পরীক্ষা দিতে নামছে মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর দল।

উজ্জ্বল সায়ন, চার গোলে শুরু বাগানের

মোহনবাগান ৪ — পাঠচক্র ০

ম্যাচের নায়ক সায়ন।

প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে যেখানে শেষ করেছিলেন, সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে সেখান থেকেই শুরু করলেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। গত মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের ডার্বি জয়ের নায়ক সোমবার মোহনবাগানের হয়ে অভিষেকেই গোল করে এবং করিয়ে দলের জয়ের নায়ক। মোহনবাগানও ঘরের মাঠে কলকাতা লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে পাঠচক্রকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে অভিযান শুরু করল। সায়ন একটি গোল করেন এবং বাকি তিন গোলদাতা কিয়ান নাসিরি, সুহেল ভাট, বিভান জ্যোতি লস্কর। বহুদিন পর নিজেদের মাঠে নৈশালোকে ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা অবশ্য সুখকর হল না মোহনবাগানের। ম্যাচের শেষ দিকে অধিকাংশ সময়ই প্রায় অন্ধকারে খেলতে হল সায়নদের। ফ্লাডলাইটের বেশ কিছু আলো জ্বলেনি। বাধ্য হয়ে ক্লাবের অনুরোধে আইএফএ পরের ম্যাচগুলো মোহনবাগান মাঠে দুপুর ৩টের সময় দেবে। এদিন প্রচুর গোলের সুযোগ নষ্ট না করলে আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারত মোহনবাগান। ২১ মিনিটে সায়নের পাস থেকেই কিয়ান গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। বিরতির পর আরও তিনটি গোল করে মোহনবাগান। ৬৫ মিনিটে রোহিতের ক্রস থেকে ব্যবধান বাড়ান সুহেল। শেষ বেলায় গোল সায়ন ও বিভানের।

মাঠে ময়দানে
14 July, 2026 • Tuesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ব্রেন্ডন ম্যাকালাম টেস্ট কোচের দায়িত্ব থেকে সরে যেতেই ইংল্যান্ডের সম্ভাব্য কোচ হিসাবে নাম ভেসে উঠল দ্রাবিড়ের

বিতর্কে ভরা রাইভ্যালরিতে প্রথমবার স্পেশাল ম্যাচ, বলছেন মেসি

কানসাস সিটি, ১৩ জুলাই : ফুটবল মাঠে বিতর্কে ভরা দুই দেশের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস পুরনো। ২৪ বছর পর আবারও বিশ্বকাপের মঞ্চে মুখোমুখি হচ্ছে আর্জেন্টিনা ও ইংল্যান্ড। 'ফকল্যান্ড' যুদ্ধ, 'অ্যানিম্যাল' অপবাদ, দিয়েগো মারাদোনার 'হ্যান্ড অফ গড' থেকে ডেভিড বেকহ্যাম ও দিয়েগো সিমিয়োনের রেষারেষি, উত্তেজনার বারুদে ঠাসা রাইভ্যালরির নস্ট্যালজিয়া ফিরিয়ে আবারও সেই মহারণ বিশ্বকাপের নক আউটে।

এবার লড়াই সেমিফাইনালে! মারাদোনা নেই, আছেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি লিয়োনেল মেসি। দু'দলের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস তাঁর অজানা নয়। কেরিয়ারে প্রথমবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামার জন্য তর সইছে না আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী মহাতারকার।

৩৯ বছরের মেসি ইংল্যান্ড ম্যাচ নিয়ে রোমাঞ্চিত। সুইজারল্যান্ড ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে উঠে ফিফাকে আর্জেন্টাইন অধিনায়ক বলেছেন, ইংল্যান্ড ম্যাচ নিয়ে আমি যা কিছু দেখেছি, সবটাই ছবি আর ভিডিওতে। আর্জেন্টিনার মানুষ প্রতিনিয়ত এই সব ম্যাচ দেখে এবং বারবার স্মরণ করে। তবে আমি মনে করি, আমাদের এই দলটা জানে কীভাবে ফুটবল খেলতে হয়, প্রতিপক্ষ যে-ই হোক না কেন।

মেসি আরও বলেন, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলাটা আমার কাছে স্পেশাল। ওরা খুব ভাল দল। ব্যক্তিগতভাবে, এই প্রথমবার আমি ওদের বিরুদ্ধে খেলব। তাই অন্যরকম অনুভূতি রয়েছে। ইংল্যান্ড ছাড়া বাকি সব দলের বিরুদ্ধেই খেলেছি। এটা দারুণ অভিজ্ঞতা হবে। তবে ম্যাচটা যেভাবে আসছে, সেভাবেই নিতে চাই। দারুণ একটা দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল। এই ম্যাচের আগে আমাদের লক্ষ্য, লড়াইয়ের জন্য তৈরি হওয়া।

২১ বছর আগে ২০০৫ সালে শেষ বার এক প্রীতি ম্যাচে দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল। ইংল্যান্ড ৩-২ জিতেছিল। তার কিছুদিন আগে অভিষেক ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় মেসি সেবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি। অবশেষে কেরিয়ারের সায়াহ্নে এসে চিরকালীন শত্রু শিবিরের মুখোমুখি হচ্ছেন ফুটবলের বরপুত্র। 'হ্যান্ড অফ গড' নয়, বুধ-রাতে আটলান্টার মহারণে 'ঈশ্বরের' বিখ্যাত বাঁ-পায়ে কি লেখা হবে অন্য রূপকথা? নাকি কেন-বেলিংহ্যামদের পায়ের ক্যানভাসে লেখা হবে যন্ত্রণামুক্তির উজ্জ্বল কোনও ছবি!

মেসির মাথায় এখন ইংল্যান্ড ম্যাচ।

ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা আটলান্টার ম্যাচে

আটলান্টা, ১৩ জুলাই : ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনার পারদ চড়ছে। কিন্তু ৬০ বছরের গরমাগরম ইতিহাসে ফকল্যান্ড যুদ্ধ থেকে মারাদোনার হ্যান্ড অফ গড, ডেভিড বেকহ্যামের লাল কার্ড দেখা সবই এখন একে একে ফেরত আসছে সেমিফাইনালের আবহে। কিন্তু এসবের মধ্যে নতুন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে আবহাওয়া নিয়ে। হাওয়া অফিসের সতর্ক বার্তা, আটলান্টায় এই দু'দিন ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে।

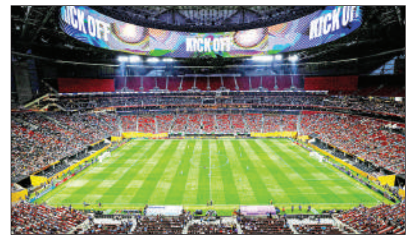

বুধবার বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ইংল্যান্ড খেলবে আর্জেন্টিনার সঙ্গে। এই দুটি দল মাঠে মুখোমুখি হওয়া মানেই উত্তেজনা চরমে। কিন্তু ঝড়-বৃষ্টির প্রবল আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। বলা হচ্ছে তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রির উপরে তো যাবেই, শহরে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এইসঙ্গে বজ্রবিদ্যুতের আশঙ্কাও রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে জোরকদমে বৃষ্টি শুরু হয়ে যেতে পারে। কিন্তু একটা বাঁচোয়া আছে ফুটবলার ও দর্শকদের জন্য। আটলান্টা স্টেডিয়ামের উপর আচ্ছাদন রয়েছে। তাতে বিপদ কিছুটা কমেছে।

এয়ার কন্ডিশন্ড আটলান্টা স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ড রাউন্ড অফ ৩২-এ ডিআর কঙ্গোর সঙ্গে খেলেছে। আর আর্জেন্টিনা শেষ ১৬-র ম্যাচ খেলেছে মিশরের সঙ্গে। আর্জেন্টিনা বনাম কেপ ভার্দে ম্যাচেও ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা ছিল। এছাড়া আজটেকা স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ড-মেক্সিকো ম্যাচ এক ঘণ্টা পিছিয়ে গিয়েছিল ঝড়-বৃষ্টির জন্য। এমনকী ইংল্যান্ড-নরওয়ে ম্যাচেও আবহাওয়ার খবরদারির আশঙ্কা ছিল। কিন্তু বৃষ্টি হয়নি।

আটলান্টা স্টেডিয়ামের মাথায় ছাদ থাকলেও চিন্তা অন্য জায়গায়। ঝড়-বৃষ্টি হলে প্লেয়াররা হোটেল থেকে মাঠে আসবেন কী করে! রাস্তায় আটকে পড়বেন না তো? প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত ঘটবে না তো। এর আগে বিশ্বকাপের শুরুতে ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুতের কারণে ইংল্যান্ড শিবিরের কাছে তাদের একটি অনুষ্ঠান বাতিল হয়েছিল। বন্ধ করে দিতে হয়েছিল প্র্যাকটিসও।

মেসিকে আটকে দিলেই ম্যাচ তোমাদের পকেটে

কানসাস সিটি, ১৩ জুলাই : বুধবার রাতে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হচ্ছে ইংল্যান্ড। তার আগে হ্যারি কেনদের বার্তা দিলেন ওয়েন রুনি। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্ট্রাইকারের সাফ কথা, লিওনেল মেসিকে আটকাতে পারলেই ম্যাচ পকেটে পুরবে ইংল্যান্ড।

বিশ্বকাপে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন মেসি। ইতিমধ্যেই ৮টি গোল করে ফেলেছেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। রুনিও বলছেন, মেসি যে মুহূর্তে ম্যাচের রং বদলে দিতে পারে। ওর দক্ষতা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এককথায় অসাধারণ। এটাই ওর সবচেয়ে বড় শক্তি। ম্যাচের কোনও এক মুহূর্তে হয়তো চকিতে এমন সিদ্ধান্ত নেয়, যা খেলার ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। তাই মেসিকে সবসময় নজরবন্দি করে রাখতে হবে। ওকে মোটেও জায়গা দেওয়া চলবে না। কারণ সামনে ফাঁকা জায়গা পেলেই মেসি মুহূর্তের মধ্যে সুযোগ তৈরি করে ফেলবে।

একই সঙ্গে মেসির একটি দুর্বল জায়গা ইংল্যান্ডকে মনে করিয়ে দিয়েছেন রুনি। তাঁর বক্তব্য, মেসি রক্ষণের ক্ষেত্রে আর্জেন্টিনার দুর্বলতা হতে পারে। ও রক্ষণকে সাহায্য করতে নীচে নামে না। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে এক জন শুধু আক্রমণে থাকলে হবে না। প্রয়োজনে তাকে নীচেও নামতে হবে। জুড বেলিংহ্যাম বা হ্যারি কেন যে কাজটা করে। কিন্তু মেসি করে না। এতে রক্ষণে লোক কমতে পারে। তাতে

কেনদের বার্তা রুনির

ইংল্যান্ডের প্র্যাকটিসে সতীর্থদের সঙ্গে কেন।

হারাতেও পারে আর্জেন্টিনা।

এদিকে, ইংল্যান্ডের হয়ে তিনটি বিশ্বকাপ খেলা জো কোল আবার আত্মবিশ্বাসী যে, হ্যারি কেনরাই বুধবারের ম্যাচটা জিতবেন। চেলসি ও লিভারপুলের প্রাক্তন উইঙ্গার বলছেন, সেমিফাইনালে মেসিকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হবে। আমরা ওকে মাটিতে মিশিয়ে দেব। এখনই বলে দিচ্ছি, ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলবে। আমাদের যা গতি আছে তার মোকাবিলা আর্জেন্টিনা করতে পারবে না। ওরা পিছিয়ে থাকবে। দাঁড়াতে পারবে না। রুনি নিজে কয়েকটি বিশ্বকাপ খেললেও কখনও কাপ হাতে তুলতে পারেননি। '৬৬-র পর ইংল্যান্ড কখনও বিশ্বকাপ জেতেনি। তাই সেই আক্ষেপ কেনদের দিয়েই মেটাতে চান প্রাক্তন অধিনায়ক।

সূর্যের জন্য দরজা খোলা, জানাল বোর্ড

মুম্বই, ১৩ জুলাই : সূর্যকুমার যাদবের জন্য দরজা এখনও খোলা। শুধু তাঁকে ঘরোয়া ক্রিকেটে রান করতে হবে। বোর্ডের একটি সূত্র এই খবর জানিয়েছে। ২০২৬ বিশ্বকাপে সূর্যের নেতৃত্বে ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। কিন্তু তারপর তাঁকে শুধু নেতৃত্ব থেকে বাদ দেওয়া হয়নি, দল থেকেও ছেঁটে ফেলা হয়। সূর্যের জায়গায় অধিনায়ক করা হয় শ্রেয়স আইয়ারকে। কিন্তু শ্রেয়সের নেতৃত্বে তরুণ ভারতীয় দল আয়ারল্যান্ডের কাছে ০-২ ও ইংল্যান্ডের কাছে ০-৪ হেরেছে। এরপরই সূর্যকে আবার দলে ফেরানোর দাবি উঠেছে। বোর্ডের এটি সূত্র জানিয়েছে, সূর্যের জন্য দরজা এখনও খোলা। তবে ও এই মুহূর্তে আমাদের পরিকল্পনায় নেই। কিন্তু সূর্য যদি ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত রান করে তাহলে আবার দলে ফিরতেই পারে। সাউদাম্পটনে শেষ ম্যাচে ভারত ইংল্যান্ডের কাছে ৫৬ রানে হেরেছে। এর ফলে যে চারটি ম্যাচ শ্রেয়সরা ইংল্যান্ডে খেলেছেন তার সব ক'টিতেই হারলেন। প্রথম ম্যাচ বাতিল হয়েছিল বৃষ্টিতে।

ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন ছিল, দাবি সিনারের

লন্ডন, ১৩ জুলাই : টানা দ্বিতীয়বার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন জানিক সিনার। কেরিয়ারের পঞ্চম গ্র্যান্ড স্লাম খেতাব জয়ের পর সিনারের প্রতিক্রিয়া, এবারের উইম্বলডন জয় আমার কাছে স্পেশাল। প্যারিসের হতাশার পর ঘুরে দাঁড়ানো খুব কঠিন ছিল। গত বছরটাও খুব কঠিন কেটেছিল। তাই এই জয়ের গুরুত্বই আলাদা।

অভিনন্দন শচীনের

প্রসঙ্গত, গত মে মাসে ফ্রেঞ্চ ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডেই বিদায় নিতে হয়েছিল সিনারকে। সেই ব্যর্থতা কাটিয়ে উইম্বলডনে এমন প্রত্যাবর্তনকে নিজের কেরিয়ারের অন্যতম সেরা সাফল্য বলেই মনে করছেন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা। চোটের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই টেনিসের বাইরে রয়েছেন কার্লোস আলকারেজ। সিনার বলছেন, আলকারেজ দ্রুত কোর্টে ফিরুক। এটাই আমি চাই। টেনিসের স্বার্থেই ওর মতো খেলোয়াড়কে দরকার। নোভাক জকোভিচ এখনও খেলছে। আবার নতুন প্রজন্মও উঠে আসছে। এই প্রতিযোগিতাই আমাদের আরও পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করে।

এদিকে, ইতালীয় তারকাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন শচীন তেন্ডুলকর, আলকারেজরা। শচীন এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, সিনার দেখিয়ে দিয়েছে চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে শুধু নিজের সেরাটা দিলেই হবে না। বরং কঠিন মুহূর্তগুলি অতিক্রম করতে হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শান্ত ও সংযম ধরে রাখতে হয়। নিজের উপরে বিশ্বাস রাখতে হয়। এই মানসিক দৃঢ়তাই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। সিনারকে অসংখ্য অভিনন্দন। আলকারেজ নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন, সিনার এবং ওর গোটা টিমকে অভিনন্দন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

14 July, 2026 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

ফ্রান্স বনাম স্পেন ম্যাচ পরিচালনা করবেন এল সালভাদোরের রেফারি ইভান বার্টন

আত্মবিশ্বাসী এমবাপে, সংহতিই শক্তি ফ্রান্সের

ডালাস, ১৩ জুলাই : বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে ইতিহাসের অন্যতম সেরা আক্রমণভাগের বিরুদ্ধে বদলে যাওয়া স্প্যানিশ তিকিতাকার টক্কর ঘিরে উত্তেজনার পারদ ঊর্ধ্বমুখী। টেক্সাসের আর্লিংটনে ডালাস স্টেডিয়ামে ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন স্পেন ও দুরন্ত ছন্দে থাকা ফ্রান্সের লড়াইকে বিশেষজ্ঞরা 'ফাইনালের আগে ফাইনাল' হিসেবে দেখছেন।

কাপ জয়ের অন্যতম দাবিদার দু'বারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স বেশ দাপটেই শেষ চারে উঠেছে। দিদিয়ের দেশঁর দলের সাফল্যের পিছনে রয়েছে অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা শক্তিশালী ও বহুমুখী আক্রমণভাগ। এমবাপে-ডেম্বেলে-ওলিসে-দুয়ে। বিদ্যুৎগতির এই ফরাসি চতুর্ভুজ যে গতিতে অপারেট করছে, তা বিপক্ষ রক্ষণকে রীতিমতো ভয় ধরাচ্ছে। তবে স্পেনের ডিফেন্স অন্যতম সেরা। বিশ্বকাপে ৬৬০ মিনিট অপরাজিত থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম গোল হজম করেছেন স্পেনের গোলকিপার উনাই সিমোন। কুকুরেয়া, পোরো, লাপোর্তেদের শক্তিশালী রক্ষণব্যূহ ভাঙার প্রথম বড় পরীক্ষার মুখে এমবাপেরা। একইসঙ্গে নিজেদের রক্ষণ নিয়েও চিন্তা থাকছে ফ্রান্সের। এখনও সেভাবে পরীক্ষিত নয় ফরাসি রক্ষণ। ইয়ামালরা সেটা ভাল করেই জানেন।

ইউরো ও নেশনস লিগ সেমিফাইনাল ধরলে শেষ তিন বড় মঞ্চে ফ্রান্সকে হারিয়েছে লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। মোট ৩৮ বারের মুখোমুখী সাক্ষাতেও এগিয়ে স্পেন। পরিসংখ্যানে ইয়ামালরা এগিয়ে থাকলেও এই ম্যাচে কেউ এগিয়ে বা পিছিয়ে শুরু করবে না। কেউ কাউকে ভয়ও পাচ্ছে না।

এমবাপে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, দলীয় সংহতিই এই ফ্রান্স টিমের শক্তি। ফরাসি তারকা বলেছেন, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, আমরা সবাই মিলেমিশে একসঙ্গে থাকি এবং কোচের পাশে দাঁড়াই। এটাই এই দলের ডিএনএ-তে মিশে রয়েছে। আমরা দলের জন্য খেলি, ব্যক্তিগত লক্ষ্য কারও থাকে না।

শেষ বিশ্বকাপটা জিতেই ফ্রান্সের কোচের দায়িত্ব ছাড়তে চান দেশঁ। সদ্য মাতৃহারা ফরাসি কোচও শেষ চ্যালেঞ্জটা জিততে মুখিয়ে। তিনি বলেছেন, প্রতিদিন এই দলের সঙ্গে থাকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি লড়াইয়ের আগে ছেলেদের প্রাণবন্ত দেখে ভাল লাগছে।

এমবাপে বনাম ইয়ামাল দ্বৈরথে স্প্যানিশ তরুণকে নিয়ে বেশি ভাবতে নারাজ দেশঁর টিম। ফরাসি ডিফেন্ডার ইব্রাহিমা কোনাতে কার্যত ইয়ামালের সুরেই প্রতিপক্ষকে পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, স্পেন দারুণ দল। উচ্চমানের ফুটবলার আছে ওদের দলে। তাই আমরা শুধু ইয়ামালকে নিয়ে ভাবছি না। কোনও প্রতিপক্ষকেই আমরা ভয় পাই না।

আজ প্রথম সেমিফাইনাল

ডালাসে আজ ভরসা এই দুই তারকাই। (বাঁদিকে) লামিনে ইয়ামাল, (ডানদিকে) কিলিয়ান এমবাপে।

ইংল্যান্ডকেই সমর্থন করব, বলছেন হালান্ড

কানসাস সিটি, ১৩ জুলাই : ইংল্যান্ডের কাছে হেরে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে গিয়েছে নরওয়ে। যদিও সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকেই সমর্থন করবেন আর্লিং হালান্ড। একই সঙ্গে তিনি আরও জানিয়েছেন, জুড বেলিংহ্যামের জন্যই আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ফেভারিট ইংল্যান্ড।

ফিফাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হালান্ড বলেছেন, ইংল্যান্ড ও রিয়াল মাদ্রিদের সৌভাগ্য ওরা বেলিংহ্যামের মতো ফুটবলার পেয়েছে। অনেক সময় গোল না পাওয়াতে ওর সমালোচনা করা হয়। কিন্তু আসল মঞ্চে ঠিকই জ্বলে ওঠে। বেলিংহ্যাম বিশ্বমানের ফুটবলার। ওর মতো ফুটবলারকে সবাই নিজেদের দলে চায়। আমি মনে করি বর্তমানে বিশ্বের অন্যত ম সেরা ফুটবলারের নাম জুড বেলিংহ্যাম। আমি ইংল্যান্ডকেই বিশ্বকাপে সমর্থন করব।

অভিষেক বিশ্বকাপ খেলতে নেমেই ৭ গোল করে সবার নজর কেড়েছেন হালান্ড। ভাইকিং তারকা বলছেন, এই অভিজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা সত্যিই কঠিন। বিশ্বকাপ আমাকে একজন মানুষ হিসেবে বদলে দিয়েছে। আমার পরিচিতি এবং গ্রহণযোগ্যতা যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে। আগে টিভিতে বিশ্বকাপ দেখতাম। এবার নিজেই তার অংশ হতে পেরেছি— সত্যিই অসাধারণ অনুভূতি। আমরা যে ফুটবল খেলেছি, তা নিয়ে ভীষণ গর্বিত। নরওয়ের মানুষের মধ্যে একটা ঐক্য তৈরি হয়েছে।

উরুগুয়ের কোচ হলেন ফোরলান

মন্টেভিডিও, ১৩ জুলাই : বিশ্বকাপে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর উরুগুয়ের কোচের পদ থেকে ইস্তফা দেন মার্সেলো বিয়েলসা। দলের অন্তর্বর্তী কোচ হিসেবে দেশের ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার দিয়েগো ফোরলানকে দায়িত্ব দিয়েছে উরুগুয়ে ফুটবল ফেডারেশন। ২০২৭ সালের শুরুতে ফেডারেশনের নির্বাচন পর্যন্ত দায়িত্বে থাকবেন ফোরলান। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন তারকা ২০১৬ সালে আইএসএল খেলে গিয়েছেন মুম্বই সিটির হয়ে। ২০১৯ সালে অবসর নিয়ে ফোরলান কোচিং কেরিয়ার শুরু করেন পরের বছরই। উরুগুয়ের শীর্ষ লিগের ক্লাব পেনারোলে কোচিং করান। কোচিং কেরিয়ার দীর্ঘ না হলেও ফোরলানের খেলোয়াড়জীবন সমৃদ্ধ। ২০০২ সালে জাতীয় দলে অভিষেকের পর উরুগুয়ের হয়ে ১১২ ম্যাচে ৩৬ গোল করেছেন তিনি। ২০১০ বিশ্বকাপে সেরা ফুটবলারের 'গোল্ডেন বল' জিতেছিলেন।

ইয়ামালের সেরা ফর্ম এখনও বাকি: ফুয়েন্তে

ডালাস, ১৩ জুলাই : ১৬ বছর পর আরও একটা বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল খেলতে নামার আগে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর স্প্যানিশ শিবির। টানা ৩৬ ম্যাচ অপরাজিত থেকে মঙ্গলবার মাঠে নামছে স্পেন। ২০২৪ সালের মার্চে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে হারের পর থেকে অশ্বমেধের ঘোড়ার মতোই ছুটছে স্প্যানিশ আর্মাডা।

এমনকী, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে শেষ দুটো সাক্ষাৎকারেই বাজিমাত করেছিল স্পেন। ২০২৪ সালের ইউরোর সেমিফাইনালে স্পেন ২-১ গোলে হারিয়েছিল ফ্রান্সকে। এরপর ২০২৫ সালে উয়েফা নেশনস কাপের সেমিফাইনালে ৯ গোলের থ্রিলারে স্পেন ৫-৪ গোলে জিতেছিল। লামিনে ইয়ামাল তো আগাম হুঙ্কার দিয়েই রেখেছেন— আমরা কেন ফরাসিদের ভয় পাব? বরং ওদের উচিত আমাদেরকে ভয় পাওয়া!

মঙ্গলবার রাতের ম্যাচটাকে অনেকেই বিশ্বকাপ ফাইনাল বলে চিহ্নিত করছেন। কী আশ্চর্য! এই তালিকায় রয়েছেন লুইস দে লা ফুয়েন্তেও। মহারণের আগে স্প্যানিশ কোচ বলছেন, এই ম্যাচটা বিশ্বকাপ ফাইনাল হতেই পারত। দুটো দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স দুর্দান্ত। ফ্রান্স দারুণ ফর্মে রয়েছে। কিন্তু আমরাই সেই দল, যারা সাম্প্রতিক অতীতে ওদের দু'বার হারিয়েছি।

ফুয়েন্তে বরাবরই পাসিং ফুটবলকে বাড়তি গুরুত্ব দেন। পরিসংখ্যান বলছে, এবারের বিশ্বকাপে প্রতি ম্যাচে গড়ে ৬৭৯.২টি পাস খেলেছেন স্প্যানিশরা। সেখানে ফরাসিদের ম্যাচ পিছু পাসের গড় ৫৬১.৫টি। তবে গোলে শট নেওয়ার ক্ষেত্রে ইয়ামালদের টেক্কা দিয়েছেন এমবাপেরা। ফ্রান্স যেখানে বিপক্ষ গোলে ৪৭টি শট নিয়ে ১৬টিতে গোল পেয়েছে। সেখানে স্পেন ৪০টি শট নিয়ে ১১টি গোল করেছে।

স্পেনের কোচ হিসাবে ফুয়েন্তের রেকর্ড তো রীতিমতো ঈর্ষণীয়। তাঁর কোচিংয়ে ইতিমধ্যেই উয়েফা নেশনস লিগ ও ইউরো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে স্পেন। এবার বিশ্বকাপ জিতলে ষোলোকলা পূর্ণ হবে। তবে এসব তো নেহাতই পরিসংখ্যান। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের ভাগ্য তো শুধু পরিসংখ্যান দিয়ে নির্ধারন হয় না। আরও বেশ কিছু ফ্যাক্টর কাজ করে।

ফুয়েন্তের সেরা অস্ত্র ইয়ামাল এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপে মাত্র একটি গোল করেছেন। যদিও এই তথ্য উড়িয়ে দিয়ে স্পেন কোচ বলছেন, ইয়ামাল প্রতিটি ম্যাচেই দলের জন্য অবদান রাখছে। এটাই বড় ব্যাপার। সত্যি কথাটা হল, এই বিশ্বকাপে ইয়ামালের সেরা পারফরম্যান্স এখনও বাকি। সেটা হয়তো বুধবারের ম্যাচেই দেখা যাবে। ফুয়েন্তের সংযোজন, একটা লক্ষ্য নিয়ে আমরা বিশ্বকাপ খেলতে এসেছি। সেমিফাইনালে ওঠা অবশ্যই গর্বের। তবে লক্ষ্যপূরণের জন্য আরও দুটো ধাপ আমাদের পেরোতে হবে।

স্পেন বনাম ফ্রান্স
(ডালাস, রাত ১২.৩০)
সরাসরি স্পোর্টস ইউনাইট ৮

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

14 July, 2026 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

ছবিতে বিশ্বকাপ